

ବଞ୍ଚି ଯିବୁ

ବ୍ରହ୍ମ-ସତ୍ତ୍ୱ

ଶ୍ରୀମତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ

ସ୍ୱଳ୍ପ ବାରମ୍ବା ଆନା

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩১৩

কাস্টিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ দ্বারা দ্বারা মুদ্রিত

যিনি

বাঙালীর দৈনিক জীবনে সত্য ও সুন্দরের উচ্চ আদর্শ

প্রতিষ্ঠাকল্পে চিরদিন সচেষ্টে,

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন ঝাঁহাকে কবিতায়

অভিনন্দিত করিয়াছেন,

ঝাঁহার গৌরব-মণ্ডিত নামের অম্লকরণে বর্তমান লেখকের

নামকরণ হইয়াছিল,

সেই বহুমানাম্পদ মনীষি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয়ের করকমলে

আন্তরিক শ্রদ্ধার অকুচলন স্বরূপ এই সামান্ত গ্রন্থ

সমস্ত্রমে অর্পিত হইল ।

* * *

বাজে নটেশের দ্রুতের ভালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তানে হরে মুহু পল্লবি' উঠে
রাগিনী বিশ্বলীনা ।
জীবন-রঙ্গ ! শত তরঙ্গ
চির-ভঙ্গিমামর,
‘ফরি’ নীহারিকা ফুটায় তারকা
অপরাপ অভিনয় ।
অসীমের নীড়ে হস্ত পরাণ
অপন-রঙসে দোলে,
হৃদয়-কুহরে অনাদি ডমর
‘ডিমি-ডিমি-ডিমি’ বোলে ।
রাঙা অমুরাগ—গেরুয়া বিরাগ—
খেলে নিতি নব খেলা,
করণ-মধুর রঙ্গ-দারুণ
হঃখ হৃথের মেলা ।
ত্রিভুবন-ছোড়া রঙ্গ-পীঠিকা
ত্রিকাল মিলনী গাথা,
উদয়-প্রলয়-নিজর রঙ্গে
রঙ্গমল্লী গাথা ।
চলেছে নৃত্য চির-বিচিত্র
অভিনব-অভিলাষ,—
মহাসাগরের নাগ-উপবীত
নিমেষে পুষ্পদাম ।
মোহন বীণীর রক্ত, ভেদিয়া
উদাসীন শিঙা বাজে,
হাস্য মরণ চরণে দলিয়া
নাচে রে নটেশ নাচে ।

* * *

আয়ুস্মତী

পাত্র ও পাত্রী

পুরঞ্জর	...	বৈশালীর প্রবীণ যোদ্ধা
আর্য্যধন	...	সম্রাট বংশীর সমৃদ্ধ যুবক
স্ববর্চস্	...	বৈশালীর বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক
জ্যেষ্ঠক	...	জনৈক বৃদ্ধ
আবুয়তী	...	পুরঞ্জরের কন্যা ও আর্য্যধনের বাগদত্তা পত্নী
ঋষিদাসী	...	আর্য্যধনের মাতা
বাক্‌সিদ্ধা	...	মন্দির-পালিকা

নাগরিকগণ, সৈনিকগণ ইত্যাদি ।

[পটোৎক্ষেপণের অব্যবহিত পূর্বে যবনিকার অন্তরালে কোলাহল]

আনুস্মৃতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুরঞ্জয়ের বাটীর সম্মুখ পথ,—অদূরে দেবীমন্দির

(জ্যেষ্ঠক, স্তবর্চস্ ও নাগরিকগণ)

স্তবর্চস্

পুরঞ্জয় ! পুরঞ্জয় ! নেমে এস, নেমে এস স্বরা,
এ বিপদে, এ দুর্দিনে আমাদের হও হে সহায় ;
থেক না ছয়ার কথি' মনে পুৰি' পুরাণো আগুন ;
দেখ চেয়ে ধর্না দিবে আছি সবে ছয়ারে তোমার ।
এস তুমি বাহিরিয়া, পুরঞ্জয় ! পূর্বের মতন
আমাদের সেনাপতি হ'য়ে, লয়ে চল যুদ্ধে সবে ।

পুরদ্বারে—ইন্দুকীলে স্পর্ধিত লিচ্ছবি দেছে হানা ;
 তুমি সাজিয়াছ যুদ্ধে—জনরবে শুনি' এ বারতা
 শত্রু হবে হতবুদ্ধি, মিত্রেরা লভিবে নব বল ।
 কর্ণপাত কর কাকুতিতে হে প্রবীণ ! বীরাগ্রণী !
 থেক না বিরাগ-ভরে দূরে সরি' পরের মতন,
 তুমি একা শক্তি ধর এ শত্রু দমনে । ওগো বীর,
 রক্ষা কর অগ্নি সাগ্নিকের, রক্ষা কর বাস্তভিটা ।
 লও এ যুদ্ধের ভার, হও তুমি নেতা আমাদের ;
 পুরঞ্জয় ! সদাশয় পুরঞ্জয় ! রাখ—কথা রাখ ।

নাগরিকগণ

কথা রাখ পুরঞ্জয় ! রাখ আজ বৈশালীর মান ।
 (ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহসম্মুখস্থ সোপানশ্রেণীতে
 পুরঞ্জয়ের অবতরণ)

পুরঞ্জয়

কেন এই গণ্ডগোল ? আমারে কিসের প্রয়োজন ?

নাগরিকগণ

রক্ষা কর আমাসবে লিচ্ছবির আক্রমণে, বীর !

পুরঞ্জয়

তোমরা বৈশালীবাসী,—তোমাদের এ মহানগরী
 এই বাহু পঞ্চযুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে শত্রু হ'তে ;—
 .বারম্বার পঞ্চযুদ্ধে তোমা সবে করেছি উদ্ধার ;
 এই তার পুরস্কার । আমারে রেখেছ অনাদরে,
 অশ্বখ-শিকড়ে দীর্ণ পাষাণের জীর্ণ এই স্তূপে,—
 অভাবের সাহায্যে ঘেরা ; পড়ে আছি এক প্রান্তে

দারিদ্র্যে পীড়িত ; পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত ; পক্ষু যেন
মৃত্যু-প্রতীকায় ! তারপর—সহসা পড়েছে মনে
পুরঞ্জয়ে আজ ! হেতু ? লিচ্ছবি দিয়েছে হানা ঘারে ।
বিস্মৃত বর্জিত যেই সৌভাগ্যের সুখময় দিনে
বিপদের দিনে হার আসা কেন তাহার দুয়ারে ?
ফিরে যাও ; ফিরে যাও ; মাথ দেশ পার যে উপারে ।
আর নয় ; পুৰঞ্জয় তোমাদের কেহ নয় আর ।
কল্যা, পুন, কল্যা মম আয়ুত্মতী হবে পরিণীতা
আর্য্য আর্য্যধন সহ ; গৃহ মোর যাবে শূন্য হ'য়ে ;
আজ আমি তারে ছেড়ে কোনোখানে যাবনা বাহিরে ;
কোনোমতে হবনা বাহির ; ধ্বংস হয়ে যার যাক পুরী ।

জ্যেষ্ঠক

বহুযুগে বহুবার দাঁড়ায়ে তোমার পাশে আমি
যুঝিয়াছি, পুৰঞ্জয় ! স্মরণ কি আছে মোরে ?

পুরঞ্জয়

আছে ।

জ্যেষ্ঠক

স্মরণ তবে একবার তোমার সে মৃত প্রেয়সীরে,—
বৈশালীরে বাসিত সে ভাল ; জন্ম তার এইখানে,
এইখানে তব সনে পরিণয় তার, পুরঞ্জয় ;
সে যদি থাকিত বেঁচে আজ, তবে সে কি অমরোখ
করিত না তব পাশে, জনমভূমির রক্ষা হেতু ?
প্রিয় তার ছিল এই পুরী, এই সব অলি গলি
গৃহ-অভিমুখী, আর, এই সব চির-পরিচিত

উর্দ্ধ-সমবিত অট্টালিকা গিরি সম উর্দ্ধগামী,—
 এদেশ বাসিত ভাল প্রেয়সী তোমার, পুরঞ্জয় !
 তারে 'অরি',—আমাদের বাঁচাইতে নহে—তারে 'অরি'
 যুদ্ধে চল ; ওই শোন জয়ধ্বনি করিছে লিচ্ছবি ।

(তোরণের বাহিরে জয়ধ্বনি)

নাগরিকগণ

পুরঞ্জয় ! পুরঞ্জয় ! আর দেবী নয় পুরঞ্জয় ।

পুবঞ্জয়

তাই হোক ; আজিকার যুদ্ধ নহে বৈশালীর তরে,
 তারে 'অরি' অস্ত্র ধরি—অস্ত্র যার এ নগরী ধরে ।

(নাগরিকগণ আনন্দধ্বনি করিল)

পুরঞ্জয়

কিন্তু রহ, আগে আমি জিজ্ঞাসিয়ে আসিগে দেবীরে,—
 কে লভিবে সিদ্ধি আজ শূল-শেল-শল্যের সম্মুখাভে ?

(মন্দিরের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে)

হে দেবী ! চলেছি যুদ্ধে, বৈশালীর রক্ষিতে বাসনা,
 শত্রু-আক্রমণ হ'তে ; চেষ্টা মম হবে কি সফল ?
 জানাও তা ইঙ্গিতে আভাষে কৃপা করি মোরে দেবী ;
 অথবা আসন্ন আজি বৈশালীর হুর্ভাগ্যের নিশা ।

(দ্বার খুলিয়া বাক্‌সিদ্ধা বাহির হইলেন)

বাক্‌সিদ্ধা

অর্ধ-মর্ত্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কহে "শোন পুবঞ্জয়,

যুদ্ধে যাত্রা কর যদি, অবশ্য তোমার হবে জয় ;
বৈশালীর রক্ষা বীর ! করিবে তোমারি তরবার—

(হর্ষধ্বনি)

কিন্তু যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার
তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে,—
হোক পশু হোক নর,—বলি দিতে হবে জেন' তারে ।

পুরঞ্জয়

নহিক পশ্চাৎপদ তায় ।

(বাহিরে বিপক্ষের জয়ধ্বনি)

বর্ষ আন, বর্ষ আন ।

(একজন ভিতর হইতে বর্ষ আনিয়া পুরঞ্জয়কে পরাইয়া দিল)

(শিরজ্ঞাপ হস্তে আয়ুত্মতীর প্রবেশ)

পুরঞ্জয়

বৎসে ! বৎসে মোর ! একমাত্র সন্তান আমার তুমি ;
সাবধানে থেক গৃহে ; চলিলাম লিচ্ছবি দমনে ।
এস বৎসে, চুমা দাও । (শিরশ্চুম্বন)

এইবার চল বন্ধু সবে,

এইবার বৈশালীর টলমল প্রাকারের দিকে—

চলিল এ পুরঞ্জয়,—কে যাবে হে ? সঙ্গে কে কে যাবে ?

(আয়ুত্মতী ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান)

(আর্য্যধনের প্রবেশ)

আর্য্যধন

আয়ুত্মতি !

রজমল্লী

আয়ুত্মতী

আর্য্যধন !

আর্য্যধন

কিসের এ কোলাহল আজি ?

তোমাদের এই নিরালয়ে ?

আয়ুত্মতী

নগরের যত লোক

এসেছিল পিতারে সাধিতে,—বলে, নিয়ে সৈন্তভার
লিচ্ছবির ব্যূহ ভেদি' ছিন্ন ভিন্ন করিতে তাদের ।

আর্য্যধন

গিয়েছেন চলে তিনি ?

আয়ুত্মতী

গিয়েছেন মুহূর্ত্তেক আগে

যুদ্ধের উৎসাহে মাতি' ।

আর্য্যধন

আর আমি ? আছি দূরে সরে

অবহেলি রণাঙ্গান ; বিরূপ নগরবাসী তাই

মোর 'পরে ; অকৃতজ্ঞ বৈশালীর আচরণে যবে

রুঘিলেন আর্য্য পুরঞ্জয়, পক্ষ তাঁর, লয়েছিহু

আমি ; সে অবধি—একি ! না যে মোর !

(অন্তরালে গমন)

আমারো মা !

(লোকজনসহ ঋষিদাসীর প্রবেশ)

ঋষিদাসী

বৎসে !

সাজাইয়া ঘর দ্বার, গুছাইয়া বিবিধ তৈজস,
কাঞ্চন ভাজন যত একে একে করি পরিষ্কার
রাখিয়াছি ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে, আছে সব তোর প্রতীকার ;
রেখেছি ক্ষটিক পাত্রে কুলুঙ্গিতে ফুলের স্তবক,—
কোণে, সোপানের বাঁকে ঠাই ঠাকুরিয়া মনে মনে,
ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে তুলেছি স্মৃতির করি ;
ঘুরিতে ফিরিতে অতর্কিতে পুষ্পগন্ধে খুসী হবে
মন তোর । পশমের অঙ্গবাখা, শাড়ী রেশমের
রাখিয়াছি রোদ্রে দিয়ে ; সিন্দূকের গুপ্ত অঙ্ককারে
হাসিতেছে মণিযুক্তা—সঙ্কীর্ণ সে যুগ যুগান্তের ।
যাবে তুমি মা আমার ! পরিচিত আপনার ঘরে ;
অচেনার মত সেথা পড়িবে না গোলোক-ধাঁধায় ।
আমি আর কটা দিন ? যাব তীর্থে চলে—

আয়ুস্মতী

(হাতে হাত লইয়া)

সে হবে না ।

ঋষিদাসী

ভাল, বাছা, তোরি কথা থাক ;—তোরি কথা থাক তবে ।
গৃহিণী ! গৃহের লক্ষ্মী ! আমি শুধু ভাবি, আয়ুস্মতী,—
মার মন,—আমি ভাবি ‘আয়ুস্মতী—অল্পবয়সী সে
যত্ন সে কি পারিবে করিতে মোর পুত্রে মোর মত ?’
আমি আমি কিশোর ছন্দ—ভালবাসা সুগভীর

তার, তবু,—সে কি ঠিক আমার এ স্নেহের মতন ?—
 বহু মানসিকে গড়া ? বহু দৈব আশ্বাসের বাসা ?—
 বিশ্বাসের স্বর্গবায়ু ? দীর্ঘশ্বাস-সঞ্জীবিত আশা ?—
 অকল্যাণ-আশঙ্কায় চিরকাল আঁখিজল ফেলা ?—
 হুশ্চিন্তায় স্পন্দমান ?—অসম্ভব । তবু জানি মনে
 আমি কিছু নহি চিরদিন ; তোমা সম শান্তশীলা
 বধু, হবে আনে পুত্র, এ আমার আজন্মের সাধ ।

আয়ুস্মতী

মা আমার ! মা আমার ! মাতৃহীনা মা পেয়েছে ফিরে ।

ঋষিদাসী

বৎসে ! তুমি নাহি জান, বৃদ্ধ হৃদয়ের কী হৃদিশা ;
 পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ; নূতনে 'আপন করি' নিতে
 কত যে আয়াস তার ! পুরাতনে প্রাণপণ বলে
 আঁকড়িয়া ধরে থাকে ; ভুলেছিহু সন্তানেরে লগ্নে
 এতদিন ; তাহারেও দিতে হবে নূতনেরে সঁপে,—
 সম্মুখ এসেছে , আ—আ ! নূতনে ও পুরাতনে, হায়,
 স্বপ্ন যদি বেধে যায়, নূতনেরি হ'বে জয়, জানি ।
 পোড়া চোখে আসে জল, মনে কিছু কর না মা, তুমি,
 বুড়া বয়সের এই ধারা ; তবে আসি ; কাল তবে—

(শিরশ্চুম্বন ও প্রস্থান)

আর্ধ্যাধন

একি ! বিবর্ণ যে মুখ ! মা তোমারে বলেছেন কিছু ?

আয়ুস্মতী

কই ? কিছু না—কিছু না ; বিবর্ণ হয়েছে নাকি মুখ ?

তবে সে পিতার কথা ভেবে ; যুদ্ধের এ আবাহনে
কান যদি না দিতেন তিনি, বড় ভাল হত তবে,
বিশেষতঃ আজ রাত্রে, দুর্ঘটনা ঘটে যদি কোনো,—
দূর হোক দুর্ভাবনা, ওকথা ভাবিতে নাই আজ ;
আজিকার এই রাত্রি কাটাইব দৌছে মিলি মোরা
কালিকার কথা ভাবি, অরুণ-উদয়-প্রতীক্ষায়,
গভীর রহস্তে-ঘেরা সংমিলিত ছুটি জীবনের
ভবিষ্যের কথা ভাবি' স্বপ্নে স্বপ্নে পোহাব রজনী ।

আর্য্যধন

অনাগত দিবসের প্রাণময় কিরণ-স্পন্দন !
—এখনি সে আরম্ভ হয়েছে !

আয়ুস্মতী

পূর্ব্বাকাশে মেঘস্তর
উঠিল গোলাপী হ'য়ে—এরি মধ্যে !—আমাদের লাগি !

আর্য্যধন

দিন এসে চলে যাবে ; তারপর, আসিবে চন্দ্রমা
সন্ধ্যাতারা সঙ্গে লয়ে !

আয়ুস্মতী

তারপর ধীরে ধীরে ধীরে
আবার সে চন্দ্রতারা মিলাইবে দিনের আলোকে ।
দেখ, মনে হয়, যেন, আজ রাত্রে পৃথিবী আকাশ
স্তর হ'য়ে রবে ক্ষণকাল পবিত্র-গভীর এই
ছুটি ছন্দরের সম্মিলন-সন্ধিক্ষণে ; মত্ত বায়ু

হবে স্থির ; ঘরে ঘরে শয্যাতে জাগিয়া শিশুরা
জিজ্ঞাসিবে জননীরে—কেন হেন শুদ্ধতা চৌদিকে ?

আর্য্যধন

নৌবৎ ও ধনিবে নভে ; শুনিবে সে, কান আছে যার ।

আয়ুত্মতী

আর মৃহ মধুস্বর—যত সে তরুণ দেবতার !

আর্য্যধন

চন্দ্রালোকে আত্মায় আত্মায় বিবাহ নন্দন-বনে !

আয়ুত্মতী

আর যত মৃত প্রেমিকের জলে স্থলে জাগরণ !
আর, আমি না উঠিতে জেগে, দেবতার একে একে
এসে, মোর শয্যাপাশে, মৌনে রেখে যাবে আশীর্ব্বাদী !—
অপূর্ব্ব, উজ্জল, মনোহর ! মোরা আজ বড় সুখী ;
কত লোক এজগতে দুঃখে দিন করিছে যাপন,
মোরা দৌহে তবু সুখী ! একি গো অশ্রায় ?

আর্য্যধন

কি অশ্রায় ?

আতিশয্য আনন্দের—অশ্রায় কি আছে তার ?

আয়ুত্মতী

বল

মোরে, প্রিয় ! যেইক্ষণে মনে মনে মনটি তোমার
ফেলিল স্বীকার ক'বে ভাল সে বেসেছে একজনে,—
সেইক্ষণ—সেকি রাত্রি ?—সেকি দিন ?

আর্য্যধন

কেমনে বর্ণিব ?

দিন সে—কিবা সে রাত্রি ; মনে হয়, যেন সেইক্ষণে
অরুণ উদয় হ'ল,—সেইক্ষণে শূন্যতার মাঝে
নক্ষত্রেরও হ'ল আবির্ভাব ; উজ্জল-জাজ্বল, শুভ্র ।
মাতৃ-গর্ভ-শয্যা-তলে হ'ল যবে জীবন-সঞ্চার
অক্ষুট ছ' আঁখি দিয়ে তোমারেই খুঁজেছি সেদিন ;
ভূমিষ্ঠ হইয়া, হার, কেঁদেছিলাম তোমারি লাগিয়া ;
তোমারি লাগিয়া বুকি, বাঁচিবার ছিল প্রয়োজন ;
তারপর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল—
শিয়রে-সোনার-কাঠি গল্পের সে রাজকন্যাটির,
আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন,
তোমারি ছ' আঁখি দিয়ে সেই কথা দেখিছে আমার !

আয়ুত্মতী

ভাল তবে বাসিতে সে রাজকন্যাটির ; মোরে নয় !

আর্য্যধন

লক্ষ কাহিনীর মাঝে তুমি ছিলে লক্ষ রূপ ধরে ।

আয়ুত্মতী

আমার এ ক্ষুদ্র হিরাধানি—আশ্চর্য্য এ ! নিতি নিতি
প্রকাশের—বিকাশের—পুলকের কি এক বারতা
পাশে আসি এর মাঝে সূর্য্য-অস্ত-কালে—প্রতিদিন ;
লক্ষ্য করিয়াছি আমি ;—সে এক আশ্চর্য্য অমূল্যভূতি !
সে যেন গো চকোরের চঞ্জলোক-বাজা হর্নিবার

স্বর্গের তোরণ দিয়া, আনন্দে রোমাঞ্চ সারা দেহে !
হার ,—পিতা যদি—আজ—

আর্য্যধন

আজিকার দিনে আয়ুয্যতী
দূর কর হুর্ভাবনা তুমি ।

আয়ুয্যতী

নিরাপদে—ফিরে যদি—

(মন্দির-সোপানে গিয়া করজোড়ে)

দেবি ! দেবি ! শক্তিরূপা দেবি ! নমি তোরে ভক্তি ভরে ;
লিচ্ছবির যুদ্ধ হতে নিরাপদে ফিরাও পিতারে ।
হেথা মোরা দু'টি প্রাণী ভাসি আজ যে আনন্দ-শ্রোতে
সে শ্রোত বারেক আসে মানবের মর্ত্য এ জীবনে ।
আমাদের দু'জনের কালি শুভ বিবাহের দিন
আকস্মিক দুর্ঘটনা যেন দেবি ! বিঘ্ন না ঘটায় ;
সহসা না দেয় ভেঙে ভঙ্গুর এ সুখের স্বপন
আমাদের । বাই ঘরে, ভিক্ষা মোর জানায়ে তোমার ।
বিজয়ী পিতার মম প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়
রব বসি' উৎকর্ণ উদ্গ্রীব । তারপর তুর্ধ্যধ্বনি
নৈশ নিস্তব্ধতা বিঁধি জয়বার্তা জানাবে যখন
আমিও সবার সাথে বাহিরিব পিতারে ভেটিতে
পিতৃ-গর্বে গরবিণী, বিজয়িনী জয়ের গৌরবে ।
প্রিয়তম ! আসি তবে, বাই গৃহে আজিকার মত ।

আর্য্যধন

আজিকার মত ; এস ।

(আয়ুস্মতীর প্রস্থান)

(অন্তঃসূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া)

হে দেবতা ! জ্যোতি অন্তমান্ !

আশীর্বাদ কর তুমি আমারে ও আমার প্রিয়ারে

অন্তাচলচূড়া হ'তে । কাল পুন ভাস্বর প্রভাতে

সুবর্ণে রঞ্জিবে যবে তরঙ্গিত উদয়-সাগর,

আমাদের হৃজনের পরে বরষিযো রশ্মিচ্ছটা

মৌন মহিমায়, অপরূপ ;—লাবণ্যের লাজ্জাঞ্জলি ।

কিষ্কা যুগলের শিরে ব্লাইয়ো পবিত্র ও কর ।

(নেপথ্যে দূরে জয়ধ্বনি)

কিসের এ কোলাহল ?

(নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিক

জিৎ ! জিৎ ! আমাদের জিৎ !

ওই দেখ ! শত্রুপালি স্বাক্ষরিত জয়ী পুরঞ্জয় !

জয়গর্বে উড়াসিত ! ছত্রভঙ্গ পলার লিচ্ছবি !

(অদূরে জয়ধ্বনি)

আর্য্যধন

যাই এবে অন্তরালে আমি ; দেখিব অপূর্ব্ব দৃশ্য,—

পিতা ও কন্তার ভেট,—বিজয়ান্তে আনন্দ-মিলন ।

(অন্তরালে গমন)

(নানা শ্রেণীর সৈনিক ও নাগরিক আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে দলে দলে দ্রুতবেগে রঙ্গমঞ্চে আবিভূত ও তিরোহিত হইল । শেষে কয়েকজন নাগরিকের স্বাক্ষারকৃত হইয়া উদ্ভূত তরবারি হস্তে পুরঞ্জয়ের প্রবেশ । ঠিক এই সময়ে গৃহাভ্যন্তর হইতে শব্দধ্বনি করিতে করিতে সহচরী-পরিবেষ্টিতা আয়ুস্মতী প্রবেশ করিলেন ।)

পুরঞ্জয়

তুই !—তুই !

জ্ঞানৈক লোক

মূর্ছা পায় পুরঞ্জয়,—দেখ, দেখ, ধর ।

২য় লোক

কোথাও লেগেছে চোট,—যুদ্ধকালে হয়নি খেয়াল,
এখন ক'বেছে কাবু ।

৩য় লোক

ভিড় ছাড়—তফাৎ—তফাৎ ।

(আর্ঘ্যধনের প্রবেশ ; আর্ঘ্যধন ও আয়ুস্মতী পুরঞ্জয়কে
ধরিয়া রহিলেন)

পুরঞ্জয়

(সামলাইয়া)

সর্বনাশ হ'য়ে গেল, ফিয়ে যাও, ঘরে যাও সবে ;
যে কাজ করিতে হ'বে—নিজ হাতে আমায় এখন—
নির্জনে সে হ'বে ভাল ; যাও বহুগণ । আয়ুস্মতী !
তুমি থাক, আর্ঘ্যধন ! আর তুমি থাক, এই পানে ;
এখন যা' কাজ,—তাহা আমাদের তিনটিকে নিয়ে ।

স্ববর্চস্

(ভিড় ঠেলিয়া পুরঞ্জয়ের কাছে আসিয়া)

চলিয়া যাবার আগে, জেনে যেতে চায় এরা সবে,—
চোট্ তো লাগেনি কোথা' ?

পুরঞ্জয়

লাগেনিক'—বাহিরে সে চোট ।

স্ববর্চস

বিদায় এখন তবে ; তব তরে বিজয়-মুকুট
লয়ে সবে ফিরিব আবার ; এখন বিদায় হই ।
(আয়ুত্মতী, আর্য্যধন ও পুরঞ্জয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

পুরঞ্জয়

আর্য্যধন ! আয়ুত্মতী ! যে দারুণ—যে বিষম কথা
বাধ্য হয়ে হইবে বলিতে, সংক্ষেপে সে বলি, শোনো ;
যুদ্ধযাত্রাকালে যবে দেবীরে সুধামু ফলাফল,—
কহিলেন দেবী মোরে দৈব ভাষে “শোনো পুরঞ্জয় ।
লিচ্ছবির সহ রণে নিশ্চয় তোমার হবে জয় ;
বৈশালীরে রক্ষা আজি করিবে তোমারি তরবার,
কিন্তু যবে জয় লাভি' ফিরিবে আলয়ে আপনার,—
তখন প্রথম যারে দেখিবে সম্মুখে নিজ ঘারে,—
হোক পণ্ড, হোক নর,—বলি দিতে হবে, জেন তারে ।”
—তুই বাছা—তুই আয়ুত্মতী—সর্ব্বাঙ্গে ভোটলি মোরে
আজ ।—দেবী ! দেবী ! দেবী ! এই তবে তোমার আদেশ
সম্মানে সে বলি দিবে শত্রু হ'তে রক্ষিল যে দেশ ।

আর্য্যধন

হ'বে না সে বৈশালীতে ; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি,—
 দেহে মোর আছে প্রাণ,—শিরায় শোণিত,—হ'বে না সে ।
 দেবদেবী মানিনেকো, দৈববাণী—গ্রাহ্য সে করিনে
 দেবতা অগ্রায় যদি বলে ; কি বিধানে, কি বিচারে
 কোন্ অধিকারে, সাধিবে এ কাজ আর্য্য ? কহ তুমি ;
 করেছ স্বদেশ রক্ষা, তাই বলে' সন্তানে বধিবে ?
 সে নির্দোষ—কী করেছে ? কোন্ দোষে মৃত্যুদণ্ড তার ?
 তার প্রাণ বলি দিবে ? বৈশালীর লাগি' ? এত দাম
 বৈশালীর ? ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম রক্তবিন্দু তার
 ঢের বেশী মূল্যবান জগতের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হ'তে ।
 অদ্ভুত পুজারী তুমি,—বলি-পশু আপন সন্তান !

পুরঞ্জয়

রক্ষা কর—বন্ধ কর প্রগল্ভ প্রলাপ !

আর্য্যধন

ভেবে দেখ,

ওরে বধি' বধিবে হুজনে ; মরে গেলে আয়ুস্মতী
 তার পর বেঁচে থাকা—প্রাণহীন জড়ের জগতে—
 ভেবেছ সম্ভব তুমি—মোর পক্ষে ? আর্য্য পুরঞ্জয় !
 আমি যাব ; সেই শোকে মা আমার মরিবে অকালে,—
 বধুবরণের লাগি' সাজায় বরণডালা যেই
 নিশ্চিন্ত-আনন্দে আজি উৎসব-মগন গৃহমাঝে ।

আর তুমি ? এ বয়সে কোথা হার লভিবে সান্না ?
 কাল প্রাতে অসি, বর্ষ, ধনুঃশর হ'বেনা দোসর,
 অধাবে না কোনো কথা শূত্রগর্ভ সাজোয়া তোমার ।
 তবু তুমি দিবে বলি ! দিবে বলি ভবিষ্যের আশা,
 চূর্ণ করি' হু'জনের হৃদয়ের স্বপন-সাধনা ?
 ছিন্ন কবি ছুটি জীবনের মিলনের স্বর্ণ-ডোর ?
 মুছে দিবে আনন্দের লিপি দুঃখভাগী দোসরের ?
 ভেবে রেখেছি মনে যেই পাণি করিব গ্রহণ
 আপনার পাণিপুটে, শিথিল সে হইবে না কভু,—
 যতদিন মৃত্যু তারে না কবে শিথিল । আর তুমি
 শিথিল করিয়া তারে দিতে চাও গ্রহণের ক্ষণে ?
 ধোয়ানে যা গড়েছি বহু নিশি জাগি'—ভেঙে দিবে ?
 আমি বলিতেছি, আৰ্য্য, গ্রাহ তুমি কর'না দেবতা ;
 শূত্রগর্ভ দেবলোক—বিচাষের আশা নাই হোথা ;
 আর যদি, বৃদ্ধ ! তুমি দেবতার না দেখে অস্তার
 তোমার অস্তায় কাজে আজ তবে আমি দিব বাধা ;
 সন্তান-হত্যার পাপে লিপ্ত তুমি হইবার আগে
 স্তম্ভার্থী তোমার আমি, নিজ হাতে বধিব তোমারে ।

পুরঞ্জয়

বৎস ! কাজ কি সহজ কিছু হ'ল—কথাতে তোমার ?
 সহজে এ দেবদ্বন্দ্ব শোধিবার না দেখি উপায় ;
 লব্ধ জয়,—প্রতিশ্রুত মূল্য দিতে হবে সে এখন ।
 মর্ত্য নর—কী বুঝিবে দেবতার আশ্রয় বিধান ?—

যে বিধানে স্বর্গ্য চলে—অপথে পবন পায় পথ !

তবু—তবু—নাহি জানি—কোন্ প্রাণে—যে রক্ত

আমারি রক্ত—

নিজ হাতে, সেই রক্তপাত—কেমনে করিব আমি ?

রুক্ষস্বরে যেই দিনই কিছু আমি বলেছি বাছারে

সেই দিনই পারিনি ঘুমাতে রাতে,—সেই আয়ুত্মতী ;

মাতৃহীন সন্তান আমাব, মায়েব স্মিরিতি মেয়ে !

আমার সে মৃতপ্রিয়া রেখে গেছে বহু চিহ্ন তার

ওর মাঝে—বহু স্মৃতি ; সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর ।

সেই ধারা ! সেই সে ধবণ !—পুৰাতন—পরিচিত ।

ওরে যদি করি বধ দুই নারী হত তবে হবে ;

পবিত্র ! পবিত্র তুই মায়েব-আভাসে-ভবা মেয়ে !

তোর মৃত্যু ! হায় বৎসে ! সে যে তোর মায়েবও মরণ ;

মুষ্টি ধরে আজো যে রয়েছে তোর মাঝে, সেই নারী !

সংমিলিত আমাদের জীবনেব ধাবা, থেমে যাবে

এতদূর এসে—জগতের আদিকাল হ'তে ! হায় !

আর আমি ? এর পবে শূণ্য গৃহে কী পাব আশ্বাস ?

সন্ধ্যা-অন্ধকারে যবে বর্ষাধাবা ঝবিবে ঝর্ঝর,

কী সাস্থনা রহিবে তখন ? বাঁচিয়েছি বৈশালীরে ?

সন্তান খোয়ায়ে লাভ স্বদেশীর প্রশংসা-গুঞ্জন ?

যশের মুকুট পবা—সন্তানের রক্তসিক্ত হাতে ?

তার চেয়ে, মৃত্যু ! তুমি, বেঁধ বাণে এই মুমূর্ষুরে !

দেবী ! দেবী ! বিজয়ের মূল্য যদি হয় নরবলি

বিজয়ী সে দিক নিজ প্রাণ, আজ্ঞা কর, আজ্ঞা কর ।

বৃদ্ধের এ রক্তধারা—পাংশু ব'লে গ্রাহ্য কি হবে না ?
কিষ্ণা চাহ তপ্ত রক্তধারা—রক্তজবা সম লাল ?
বল, দেবী দয়া করি, উত্তরের আছি প্রতীক্ষায় ।

(মন্দিরের দ্বার পূর্ববৎ রুদ্ধ রহিল)

পুরঞ্জয়

নির্ঝাক ! নির্ঝাক দেবী !

আয়ুস্মতী

আমার বক্তব্য আছে পিতা !

পুরঞ্জয়

বল বৎসে !

আয়ুস্মতী

প্রথম শুনিহু যবে দারুণ ওকথা,—

শুনিহু তোমারি মুখে, নারিহু বুঝিতে যেন ঠিক,
বজ্রাহত রহিহু দাঁড়ায়ে ! ক্রমে বুঝিলাম সব
ধীরে ধীরে সব কথা পরিষ্কার হ'য়ে যেন এল ;
বুঝিলাম, শত্রু হ'তে রক্ষা তুমি করেছ স্বদেশ,—
বলি দিতে হ'বে তাই একমাত্র সম্ভান তোমারি ।
ভাবিলাম মনে মনে, “মরিব কেমন ক'রে আমি ?
পিতা মোর কেমনে বা কাটিবেন মোরে নিজ হাতে ?
যেই হাতে একদিন শূত্রে মোবে করিয়া উৎক্ষেপ
ধরেছেন সকৌতুকে খেলাচ্ছিলে অবলীলাক্রমে ।
আমি, হায়, একমাত্র সম্ভান তাঁহার ; ভাই নাই,
নাই বোন ; শিশুকালে মাতৃহীনা, তাঁহারি যতনে

উঠেছি বাড়িয়া দিনে দিনে, একনাত্র সঙ্গী তাঁর
 আমি এ নিৰ্জন গৃহে, সঙ্গীহীন জীবনের সাথী ।
 আমি না থাকিলে কাছে কে শুনাবে প্রতিদিন, পিতা !
 দেবতার বন্দনা সন্ধ্যায়, কে সুধাবে শুক সাঁথে
 মায়ের যত সে কথা, যার কথা কহি' তুমি আজো
 লবু ক'রে নাও নিজ মন, নয়নের জলে তিতি ;—
 ব্যক্ত করি' শুণ্ড শোক । এ বৃদ্ধ বয়সে হায় পিতা,
 অযত্ন তোমার যদি হয়, মরেও পাবনা শান্তি
 তবে । হায়, তাই ভাবি তোমার ভাবনা সব আগে ।
 তার পর,—মনে মনে যে পেতেছে সোনার সংসার,—
 রাত্রি জেগে বসে আছে সোনালি মেঘেব প্রতীক্ষায়
 পূৰ্বদিক পানে চেয়ে, সহসা যে আশাহত আজ,—
 ভাবিলাম তার কথা । কিন্তু, কাজ নাই সে কথায়,
 সে কথা লুকানো থাক হৃদয়ের তপ্ত ছুটি নীড়ে ।
 প্রিয়তম ! সে স্বপন নিতান্তই বার্থ যদি হয়,—
 তাই হোক ; সে কথা তুলোনা তবে আর, ভোলা ভালো
 এখন সে সুন্দর স্বপন । ভাবি আমি, এর পর
 কেমনে কী ভাবে তুমি, হায়, দগতে কাটাবে কাল
 ভয় এ হৃদয় লয়ে ; পাতিতে কি পারিবে সংসার ?
 ছুটি জীবনের সূত্র—এমনি সে গিথেছে জড়ায়
 এক সাথে, দিনে, দিনে !—এখন সে একটি ছিঁড়িলে
 আরটিও হয়তো ছিঁড়িলে ; তাই ভাবি, তাই ভাবি ।
 আর ভাবি মরে-যাওয়া সে কী ভয়ঙ্কর—কী কঠিন ।
 আমি যদি হইতাম সঙ্কোজাত সূত্র এক শিশু

আলোকে কণেক হেসে পরকণে যেতাম মরিয়া,
 এত সুকঠিন তবে হত না মরণ ; কিম্বা যদি
 বৃদ্ধ কালে হ'ত মৃত্যু—উপবন অশান যখন ;—
 নীববে যেতাম চলে তারালোকে, বিনা অশ্রুপাতে ।
 কিস্ত হায় ! শিরায় শিরায় যবে আনন্দ-স্পন্দন
 মনে মনে পৃথিবীব নানা সুখ সম্ভোগের সাধ
 এ কিশোর কালে হায়, নৃতনের নেশা নিয়ে চোখে
 আচর্ষিতে চ'লে যাওয়া ! আলোকের আলয় ফেলিয়া
 ছায়া হ'য়ে শূণ্ণে ফেরা,—কাকলি-কুজন-হীন দেশে !
 অশান-অশথ-ছায়ে ভেসে ফেবা বৈতরণী-জলে
 জীর্ণ পর্ণ সম, হায় ! শোনা শুধু মৃতের নিশ্বাস !
 মরণ আসন্ন মোর । ওগো প্রিয় ! ওগো প্রিয়তম !
 আর তো সরম নাই তোমাতে জানাতে এ সময়
 হৃদয়ের সব সাধ ; ইচ্ছা ছিল ওই তব বুকে
 নিজেই সঁপিয়া দিতে, পরশের পরম রভসে
 ডুবে যেতে ধীরে ধীরে, হরষের নিবিড় নির্মাণে ।
 সম্তানেব ছিল সাধ আশৈশব মনের গোপনে,
 ছিল সাধ সঁপিতে তা' সবে একে একে অন্ধে তব,
 ছিল সাধ স্তম্ভ দিতে ভাবী বার অদম্য শিশুরে,
 ভেবেছিহু ভাবী কোনো কবি পুষ্ট হ'বে স্তম্ভে মোর ।
 কিছুই হ'লনা হায় । যেতে হ'ল অকালে চলিয়া ;
 অনাব্রাত পুষ্প সম অকলঙ্ক অমান জীবন,
 অকালে সে ডুবে যাবে মরণের মৌন অন্ধকারে ।
 সব কথা ভাবিয়াছি, মুহূর্ত্তে জেগেছে প্রাণে সব ;

তবু, তবু মনে হয়, দু'ব হ'তে এসেছে আহ্বান,—
 কানে কানে কহিছে কে ! কে আমারে ডাকে যেন 'আয় !'
 মঙ্গ মৃদু দৃঢ় সেই স্বর । এ যেন স্বর্গের ডাক !
 পিতার মমতা-পাশ, পতিপ্রেম, সন্তানের সাধ,
 সকলেব চেয়ে বড়,—সব চেয়ে বড় এ আহ্বান !
 মনে হয় বিচার-বিতর্ক-ভোলা এই সে আহ্বানে
 পঙ্গু করে পর্কিত লজ্জন, আঁখি মুদি' নত করি'
 শির ! বুঝি এ আহ্বান জগতের তপস্বী আত্মার
 উর্দ্ধবাহু, উর্দ্ধমুখ ! এ আহ্বান সতীর চিত্তার,
 জগতের দুর্গমচারীর সংমিলিত এ আহ্বান,—
 মৃত্যুতে অমর যারা,—সেই সব বীরের এ ডাক !
 পারিব মরিতে আমি, এ পাত্র কবির আমি পান ।
 চোখে মোর নাই জল, প্রাণে নাই ভয়ের স্পন্দন,
 বন্ধ হ'য়ে যাবে,—ওবু স্বপ্নপিণ্ড দোণে শাস্ত তালে !
 মনে হয়—যেন কারা শূণ্ডে মোরে নিতে চায় তুলে,
 কে কুমারী বেড়িয়াছে কণ্ঠ মোর নিজ ভুজপাশে,
 কে কিশোরী পাণ্ডু হাসি হাসে মোর পানে চেয়ে চেয়ে !
 এমন মরণ হয় কার ?—হেন গৌরবের মৃত্যু ?
 আত্ম তোরা বৈশাখীর লোক ! বৈশাখী সে রক্ষা হল,
 আমি মরিলাম ; মোরে বলি দিয়ে—মুক্ত হল দেশ !
 হুঃখ কিছু নাই পিতা, আশীর্বাদ নিয়েছি যেমন—
 শির পেতে চিরদিন, তেমনি নেব এ অস্ত্রাঘাত ।
 ব্যথা, ওগো ! সহিতে রহিলে তুমি, পিতা ; আমার এ
 কণিক বেদনা,—তাব সনে তুলনায় । স্বর পিতা

অন্ন আজি, আছে যত সন্তানবলিৰ অবদান
 পুৰাণে ও ইতিহাসে, জীৱনেৰ মহাক্ষণে যাবা
 কৰ্ত্তব্যেৰ নিৰ্দেশেতে সন্তানে বধিল নিজ হাতে ।
 চল গৃহে, গৃহ-বেদিকায় । যোদ্ধা তুমি পিতা মোৰ
 তুমি জ্ঞান কোণায় হানিলে অন্ন মৰিব সহজে,
 এইখানে, নয় ? দেখো, চুইবাব না হয় হানিতে ।
 গৌৰবেৰ এ মৰণ, তুচ্ছ বাঁচা এব তুলনায় !
 (পুৰঞ্জয় ও আয়ুত্মতী সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন)

আৰ্য্যধন

আয়ুত্মতী !

আয়ুত্মতী

হাম বন্ধু । আৰ তুমি ডেকনা পিছনে,
 মৰণেৰে চলেছি ববিত্তে ।

(প্ৰস্থান)

(ৰজমঞ্চ অগ্নে অগ্নে অন্ধকাৰ চইয়া আসিল । সমস্ত নিস্তন্ধ)

আৰ্য্যধন

কেঁদে কি উঠিল কেহ ?—

কৰিল চীংকাৰ সে কি ?—না, না, সে তো কাঁদিবাব নয় ;
 এখনো নিস্তন্ধ সব, নিস্ত অগ্নে মৃত্যু মোৰ দ্বিৰ ।

(প্ৰস্থান)

(জয়ধ্বনি কৰিতে কবিত্তে নাগবিকগণেৰ প্ৰবেশ ; বিজয়-মুকুট
 হস্তে সুবৰ্চসেৰ প্ৰবেশ)

নাগবিকগণ

জয় জয় পুৰঞ্জয় । বৈশালীৰ শ্ৰেষ্ঠ বীৰ জয় ।

(ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া পুরঞ্জয় গৃহ-সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন ;
হাতে ও বস্ত্রে রক্তচিহ্ন ।)

পুরঞ্জয়

বন্ধুগণ ! আমি আজ তোমাদের জয়োল্লাস মাঝে
বাজাব না বিসম্বাদী সুর,—নিজের শোকের কথা
ক’য়ে ; সাম্রাজ্যের আনন্দের দিনে ক্ষুদ্র সংসারের
হুঃখকথা,—দমন করিতে চাই আপনার মনে ;
শুধু এই রক্তসিক্ত কর করিয়া উত্তত উর্দ্ধে
জানাব একটি কথা ! দেবতার অলজ্বা আদেশ
হ’য়েছিল মোর ’পরে,—জয়ী হ’লে লিচ্ছবির রণে
ফিরে এসে নিজগৃহে যাহারে দেখিব সব আগে
বলি তারে হ’বে দিতে আপনার হাতে দেবোদ্দেশে ।
ভেটিলাম যারে, হায়, সে আমার আপন সন্তান ।
অলজ্বা দেবের আজ্ঞা ; তাই তারে এই মাত্র আমি
বলি দিছি দেবোদ্দেশে, কাটিয়াছি একটি আঘাতে ।
মনে হয়, পায়নি অধিক বাথা আয়ত্নতী মোর ।
এই যে রক্তের লেখা হাতে, উত্তরীয়ে,—এ আমার
কন্যার বুকের রক্ত,—একমাত্র সন্তানের লোহ ।
পুত্র নাই, পত্নী পরলোকে, সংসারে নাহিক কেহ ;
নিঃসঙ্গ নির্ভর-হারা দুই হাতে তবু লব আমি
জয়ের মুকুটখানি ; জয়ী আমি,—পরিব সে শিরে ।
তারপর একদিন শিখিল-শীতল হাত হ’তে
খসি’ সে পড়িবে ভূমে, স্মৃতিশেষ হ’বে মোর নাম ;
সেই অনাগত কালে মনে রেখো, হে বৈশালীবাসী ।

আমি রক্ষা করেছিহু তোমাদের প্রিয় বাস্তুভূমি
 সমৃদ্ধ এ বৈশালী পুরীয়ে । আর মনে রেখ, হার,
 বিনা দুঃখে হয়নি সে কাজ, হয় নি সে বিনা শোকে ।
 (নিঃশব্দে ক্রমশ ভিড় সরিয়া গেল, মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বাক্সিদ্ধা
 প্রবেশ করিলেন । পুরঞ্জয় ও বাক্সিদ্ধা পরস্পরের প্রতি
 একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে
 যবনিকা পড়িল ।)

সবুজ সমাধি

পাত্র ও পাত্রী

ইয়সু	...	চীনসম্রাট
হান্টীন্ খাঁ	...	তাতার সর্দার
মোংসু	...	চীনসম্রাটের একজন অমাত্য
শাওকীন্	...	কৃষক কন্যা ; পরে রানী

মুখ্য অমাত্য, তাতার দূত, প্রতিহারী প্রভৃতি ।

সবুজ সমাধি

প্রস্তাবনা

হান্‌চীন্‌ থাঁ

নীতের বাতাস এসেছে আজিকে

কাঁপায় ঘাসের বন,—

পশু-মী আমার শিবিরের মাঝে

পশিছে অদৃশ্যে ।

নিশীথ চাঁদে-বিবরী সিপাহী

শোনায়ে ব্যাকুল বাণী,

কুৎসিত যত কুটিরের 'পরে

জোছনার স্নান হাসি ।

আমি সর্দার, হুকুমে আমার
শিঙা বাকাইয়া ধরি'
লাখ লোক ছোটো যুদ্ধ করিতে
মরণ তুচ্ছ করি'।

আমি হুণ বংশের হান্‌টীন্‌ খাঁ ; এই বেলে মাটির মূলকের
প্রাচীন বাসিন্দা ; উত্তর-খণ্ডের আমি একলা মালিক । শীকার
আমাদের ব্যবসা, যুদ্ধ আমাদের নিত্যকর্ম । চীনসম্রাট উনকং
আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল ; উইকং আমাদের ভয়ে
সন্ধির প্রার্থী হয়েছিল । চীনে হুণে শেষবার যে যুদ্ধটা হ'য়ে গেছে
সেই যুদ্ধে হার মেনে চীনসম্রাট আমাব পূর্বপুরুষকে কথাদান
ক'রে বিবাদ মিটিয়েছিল । এমন কতবাব হ'য়েছে ।

সম্প্রতি গৃহবিবাদে আমাদের কিছু কাবু হ'তে হ'য়েছিল ;
যা' হোক শেষে সকলে আমাদেরই সর্দার বলে মেনে নিয়েছে ।
আমার হাতে এখন লাখো লোক । এবার রাজবংশের সঙ্গে
পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছায় দক্ষিণে আসা গেছে । সম্রাটের
কাছে কত প্রার্থনা ক'বে কাল এক দূত পাঠাইচি । বলতে
পারিনে তিনি আমাদের প্রাচীন দাবী রাখবেন কি না । আমার
লোকেরা সব শীকারে বেরিয়েচে । কিছু জুটে গেলেই মজল ;
আমরা তাতারের লোক,—ক্ষেতও নেই, খামারও নেই ; যা করে
তীর ধনুক ।

(প্রস্থান)

(মোংসুর প্রবেশ)

মোংসু

কলিজা শিকারী বাজের মতন

চীনের মতন চক্ষু যার,—

নষ্টামি, লোভ, তোষামোদ আর
 ছেঁদো কথা যার গলার হার,—
 প্রভুর চোখে যে ধূলা দিতে পারে
 অধীনের পারে টিপিতে গলা,—
 আজীবন তার কত যে সুবিধা
 এক মুখে তাহা যায় না বলা ।

এই মোংসু যে সম্রাটের অমাত্য হ'য়েচেন সে তো এমনি
 ক'রেই। চাটু অঙ্গ এমনি পটুতাব সঙ্গে প্রয়োগ ক'রে আসা
 হ'য়েচে যে সম্রাট এখন আর আমাকে একদণ্ড চোখের আড়াল
 করতে চান না। আমি নইলে তাঁর আমোদই হয় না। আমার
 কথায় ওঠেন বসেন। এখন এ রাজ্যে এমন কে আছে যে
 মোংসুকে দেখে মাথা না নোয়ায় ?—কে না খাতির করে ? ভয়েই
 হোক আর ভক্তিতেই হোক মোংসুব সমাদর এখন সর্বত্র ।—কি
 বল্লে ?—কেমন ক'রে এমন হ'ল ? মজ্ঞ আছে, মজ্ঞ আছে।

বুদ্ধ, বিজ্ঞ, বিজ্ঞাবানের
 নীতি উপদেশ করিয়া হেলা,
 আমার কথায় বসিয়েছে রাজা
 প্রাসাদে রমণীরূপের মেলা ।

ইস্ ! এই যে মহারাজ !

(নাবী ও নপুংসক বেষ্টিত সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট

সাত পুরুষের রাজ্য আমার
 রাজ্যে আমার সাত শ' মেলা ;

সবারি সঙ্গে সন্ধি আমার

জীবন কেবলি সুখের মেলা ।

শোক নেই, উদ্বেগ নেই, কোনো ঝগড়া নেই ; সাত পুরুষ কেন—দশ পুরুষ এমনি চলে আসছে । আমার পূর্বপুরুষ মহাত্মা কোৎ যে দিন এই রাজ্য অধিকার করেন সেই দিন থেকে চতুঃ-সীমান্তের কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আট দিক একেবারে ঠাণ্ডা । এতে আমার নিজের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই ; আমার রাজভক্ত রাজপুরুষদের কল্যাণেই শান্তি সুরক্ষিত হচ্ছে । প্রাসাদে কিন্তু আর প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় না ; পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে অন্তঃপুরিকার স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় অন্তঃপুর একেবারে শ্রীহীন হ'য়ে পড়েছে । আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না ।

মোঃসু

দেবপুত্র ! আপনি এ কিরূপ অজ্ঞা করচেন ? গরীব চাষাও ইচ্ছামত পল্লী গ্রহণ করতে পারে, আর আপনি—যিনি অষ্টদিক-পালের মধ্যে একজন, সাক্ষাৎ দেবতার অংশ, সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীন,—আপনি পারবেন না ? অধীনের নিবেদন—রাজ্যের দিকে দিকে বিখ্যস্ত লোক পাঠিয়ে জাতি-কুল-নির্কিচারে, পনের থেকে কুড়ি বছরের যেখানে যত সূন্দরী আছে সকলকে রাজ্যভূগ্ৰহের ছায়ার আনা হোক ; অন্তঃপুত্র আবার আনন্দের পুরী হ'য়ে উঠুক ।

সম্রাট

ঠিক ঠাউরেচ, মোঃসু, ঠিক ঠাউরেচ । নির্দ্বাচনের ভার তোমার উপরেই অর্পিত হ'ল ; হুকুমনামা আজই লিখে দেওয়া

যাচ্ছে। দেখ, পাকা জহরীর মতন, বেশ তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করবে, উপযুক্ত রত্নের সন্ধান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে তার একখানি প্রতিক্রপ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কর্ম্মে গুণপণ্য দেখাতে পারলে, চাই কি তোমাকে, পুরস্কৃত করবার অবসরও আমাদের দিতে পার।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মোংসু

সোনাদানা যেটা হাতে এসে পড়ে

নিজের ঘরেই ভরি,

পাতকের শ্রোত বহাই রাজ্যে

আইন আমি না ডরি ।

শাজে বলেচে ‘সঞ্চয়ী নাবসীদাত’, টাকা কোনো রকমে একবার হাতে এসে পড়লে আর তারে হাতছাড়া করতে আছে ?—মরে গেলে লোকে নিন্দা করবে ? ইতিহাসে মন্দ বলবে ?—তার ভয় আমি রাখিনে । রাজার হুকুম মত, বাছা বাছা নিরানব্বইট সুন্দরী, রাজ্য খুঁজে আবিষ্কার করা গেছে । যারই কণ্ঠ্যকে রাজার জন্তে নির্বাচন ক’রে সম্মানিত করেছি সেই আমাকে সাধ্যমত অর্থ দিয়ে খুশী করেছে । এই সুযোগে যে ধন সমাগম হ’য়েছে—তা’ নেহাৎ মন্দ নয় । কিন্তু এই পাড়ার্গেয়ে চাষাটার কাছ থেকে কিছুই বা’র করতে পারা গেল না ! মেয়ে সুন্দরী !—আরে তাতে কি ? চীন সাম্রাজ্যে ওর জোড়া নেই ! বলি, তা’ বলে তো আর আমার পেট ভরবে না । আনায় এক শ’ ভরি সোনা দাও,—সম্রাটের কাছে যেমন ক’বে রূপবর্ণনা করতে হয় তা করচি । গরীব ? দিতে পারবে না ? নিজেই মেরেকে নিয়ে রাজবাড়ীতে হাজির হবে ? যাও, গিয়ে একবার দেখ । আমিও বিনা মৎলবে পথ

চলিলে। (ক্র কুণ্ঠিত করিয়া) আমিও মেয়েটার একখানা ছবি বিক্রত করে সম্রাটের কাছে সদরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুলির ছ' একটানে এমনি মূর্তি বদলে দেব যে বাসু,—প্রাসাদে গিয়ে ধারণা দিয়ে পড়ে থাকলেও সম্রাট ওর দিকে ফিরেও চাইবেন না। দেখি চাষার মেয়ে কেমন রাজবাণী হয়। হুঁঃ! যে নিজের কোট বজায় রাখতে না পারে সে আবার মানুষ ?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চীনের রাজপ্রাসাদ—রাত্রি

(শাওকীন ও পরিচারিকা)

শাওকীন

রয়েছি বাজার প্রাসাদে,—পেয়েছি ঠাই,
রাজ দরশন ভবু মিলিল না হয়।
সেতাবটি বিনা সাথী হেথা কেহ নাই,
এমন রাত্রি একাকী কাটিয়া যায়।

মার মুখে শুনেছিলুম আমার যেদিন জন্ম হয়, সেই দিন মা স্বপ্নে দেখেছিলেন, যেন জ্যোৎস্না এসে তাঁর বুকে নেমেচে; খানিক পরেই সে জ্যোৎস্না আর বুকে রইল না, ধুলোর উপর গড়িয়ে পড়ল। আমি গরীবের মেয়ে রাজার প্রাসাদে উঠিচি, হয় তো স্বপ্নের সেই জ্যোৎস্নার মত আবার ঐ ধুলোতেই আমার নামুতে হ'বে। তার আগে যদি একবার তাঁকে দেখতে পেতুম। বাবা আমার টাকার মানুষ নন, রাজার লোককে টাকা দিতে

পারেন্ নি, তাই সে কুৎসিত ব'লে আমার রাজার কাছে বর্ণনা ক'রেচে ; আমার ছবিখানা পর্য্যন্ত বিগ্ড়ে দিয়েচে ; গোড়াতেই রাজার মন ভাঙিয়ে নিয়েচে । রাজা যখন এদিকে আসেন লোকে আমার সাবধান ক'রে দিয়ে যায়, আমার সরে যেতে বলে । আমার রাজা,—গুধু কুচক্রীর চক্রে পড়ে,—আমার পানে এ পর্য্যন্ত একবার ফিরেও চাইলেন না । আমি কী দুর্ভাগা,—কী দুর্ভাগা ! সময় আর কাটতে চায় না । এই নিস্তরু রাত, এই জ্যোৎস্না,—কেউ নেই । ভাগ্যে সেতারটি সঙ্গে এনেছিলুম ; এখন এই আমার বন্ধু, এই আমার দোসর ।

(সেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

(সম্রাটের সঙ্গে কাপড়ের লণ্ঠন হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

সম্রাট

প্রায় শতাধিক কিশোরীকে প্রাসাদে আনা হ'য়েচে, কিন্তু, কই ? তেমনতর সুন্দরী একজনও দেখা গেলনা । আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন একজনও নেই । নাঃ, বিরক্ত হ'য়ে গেছি,—সমস্ত ব্যাপারটার উপর বিরক্ত হ'য়ে যাওয়া গেছে । (নেপথ্যে সেতারের আওয়াজ) ওকি ? কোনো নবাগত সুন্দরী সেতার বাজাচ্ছেন নাকি ?

প্রতীহারী

ঠিকই অনুমান করা হ'য়েচে । আমি এখনি শুঁকে মহারাজের আগমন সংবাদ দিয়ে আস্চি ।

সম্রাট

উহঁ, ঠাড়াও ; স্বর্ণ-তোরণের প্রতীহারী, তুমি খোঁজ নিয়ে

এস দেখি উনি আমাদের প্রাসাদের কোন্ মহলে বাস করেন ?
নাঃ, থাক, ওকে এইখানেই আস্তে বল।

প্রভোহারী

(শব্দের অভিমুখে)

ওগো ! কোন্ ঠাকুবাণী সেতার বাজাচ্ছেন ? সম্রাট
আগত, তাঁকে বিধিপূর্বক অভিবাদন করতে আজ্ঞা হোক।

(“কাউ-তাউ” করিতে করিতে শাওকীনের প্রবেশ।)

সম্রাট

স্বর্ণ-তোবণের প্রতীহাবী ! তোমাব মলমলের লণ্ঠনটা ভাল
জল্চে না ; একটু এই দিকে নিষে এস দেখি !

শাওকীন

দাসী যদি একটু আগে জানতে পারত মহারাজ আসবেন,
তবে তাব এটুকু বিলম্বও ঘটত না ; দাসীর অজ্ঞানকৃত অপরাধ
মার্জনা করুন।

সম্রাট

নিখুঁত !—চমৎকার !—অপূর্ব সুল্লরী ! এমন সৌন্দর্য্য
এতদিন কোন্ অঙ্গকারে কেমন করে লুকিয়েছিল ?

শাওকীন

দাসীর নাম শাওকীন ; চিংতু সহরের কাছে আমাদের বাড়ী।
আমার পিতা দরিদ্র, কিছু পৈতৃক জমী আছে, তাই চাবে
লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আমি গরীব গৃহস্থের মেয়ে,
রাজপ্রাসাদের শিষ্টাচার কিছুই জানিনি।

সম্রাট

আশ্চর্য্য ! এই অসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশি এত কাছে রয়েছে

অথচ আমরা টের পাইনি, আমাদের চোখেই পড়েনি ?—
এতো ভারি আশ্চর্য্য !

শাওকীন

অমাত্য মোংসু আমাকে পছন্দ ক'রে আমার ছবি আঁকিয়ে
নিয়েছিলেন ; সেই সঙ্গে তিনি আমার পিতাকে বলেছিলেন
“তোমার মেয়েকে রাজরাণী ক'রে দিচ্ছি, তাব জন্তে আমাকে
একশো ভারি সোনা দিতে হ'বে।” বাবা গরীব মানুষ,—
দিতে পারলেন না। অমাত্য সেই জন্তে রাগ ক'বে, সম্রাটের কাছে
পাঠাবার জন্তে আমার যে ছবি আঁকিয়ে ছিলেন, সেই ছবিতে,
আমার চোখের নীচে একটা বিস্ত্রী কাটা দাগ এঁকে দিলেন।

সম্রাট

স্বর্ণ-তোরণের প্রতীহাবী ! এঁর ছবিখানি আমার চোখের
সামনে ধর, দেখি।

(প্রতীহারী অনেকগুলি ছবিব ভিতর হইতে বাছিয়া একখানি
বাহির কবিল।)

ইস, এমন সুন্দর মুর্ছি এমনি ক'বে দাগী কবেছে,—শরৎ শেষের
নির্মল ধারা একেবারে ঘোলা ক'রে এঁকেচে। (প্রতীহারীর প্রতি)
স্বর্ণ-তোরণের প্রতীহারী ! কোতোয়ালকে জানাও যে আমি
অমাত্য মোংসুর ছিন্ন মুণ্ড দেখতে ইচ্ছা করিচি।

শাওকীন

দেবপুত্র ! আমার পিতা গরীব—

সম্রাট

ভবিষ্যতে তাকে কোনো খাজনাই দিতে হ'বে না ; আজ থেকে
সে রাজার খণ্ডর। শাওকীন ! আজ থেকে তুমি রাণী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হানচীন খাঁ

চীন সম্রাট কতাদানে সম্মত হ'লেন না ; দূত ফিবে এসেচে ; রাজকন্য়ার বয়স অল্প, ছ', ও একটা ছল মাত্র। ইচ্ছা থাকলে সম্রাট অন্ততঃ তাঁর নির্বাচিত স্ত্রীবীদের ভিতর থেকে একজন কাউকে পাঠাতে পারতেন। তা' পাঠালেও আমাদের সম্মানের হানি হত না। না, লোক পাঠিয়ে দূতকে ফিরিয়ে আনা বাক্ ; যুদ্ধই করতে হল দেখ্‌চি। এতদিনকাব সন্ধিটা ভঙ্গ করতেও মন উঠ্‌চে না। ব্যাপার কোন্‌ দিকে গড়ায় দেখা বাক্ ; হাল্‌টা ভাল ক'রে বুঝেই চাল্‌টা চাল্‌তে হ'বে।

(প্রস্থান)

(মোংসুর প্রবেশ)

মোংসুর

সম্রাটের জন্তে স্ত্রীরী বাহুতে গিয়ে বেশ গুছিয়ে নেওয়া গিইছিল ; প্রাণের দায়ে সব ফেলে আসতে হ'ল। ভাগিস্‌ টাকা জমাতে শিখেছিলুম, টাকার জোরেই রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেচি, কিন্তু এ মাথা এখন রাখি কোথায় ?—শাওকীনটা সব ফাঁস ক'রে দিয়েচে, সব মাটি, সব মাটি। আচ্ছা, শাওকীন, দেখা যাবে, শেষে কে হারে আর কে জেতে।—ওঃ কি হাঁটাই হেঁটেচি, কতদূর যে এসে পড়িচি

তাও ঠিক বুঝতে পারচিনে। এই যে-মেলাই বোড়া,
মেলাই লোক! তাতারদের তাঁবু নাকি? হঁ, তাই বটে।

(পরিক্রমণপূর্বক নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

ওহে ঘাঁটিদার! তোমাদের সর্দার হান্‌টীন্ খাকে বল,
যে চীন সম্রাটের একজন অমাত্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

(হান্‌টীন্ খাঁর প্রবেশ)

হান্‌টীন্

এই দিকে এস; তুমি কে?

মোংসু

আমি চীন সম্রাটের একজন অমাত্য, আমার নাম মোংসু।
দেখুন, সম্রাটের পশ্চিম প্রাসাদে সম্প্রতি একজন পরমা হুন্দরী
কিশোরীকে এনে রাখা হ'য়েচে, তার নাম শাওকীন্। আপনার
দূত যখন আমাদের সম্রাটের কাছে আপনার জায়া প্রস্তাব
জ্ঞাপন করেন এবং সম্রাট রাজকুমারের বয়সের অন্ততর অছিলার
সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন আমি এই শাওকীন্কে
আপনার কাছে পাঠাবার কথা সম্রাটকে বলেছিলুম। কিন্তু সম্রাট
রাজী হ'লেন না, দেখলুম ওদিকটাতে তাঁর নিজের একটু
দরদ জন্মেচে। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বলেছিলুম, বলেছিলুম
যে তুচ্ছ একজন স্ত্রীলোকের জন্যে, অশান্তি আনবেন না, তাতার
সর্দারকে চটাবেন না, যুদ্ধ বাধাবেন না। তাতে তিনি উল্টে
ভয়ানক রেগে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি তো
পালিয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে এসেছি; আসবার সময়
তাড়াতাড়িতে নজর দেবার মত কিছুই আনতে পারিনি, কেবল

শাওকীনের এই ছবিখানি আপনার জন্যে, জামার ভিতরে লুকিয়ে অতি সাবধানে নিয়ে এসেচি। (চিত্র প্রদর্শন)

হান্‌চীন

চমৎকার—চমৎকার ! এমন রূপ মানুষেব হয় ? এমন রূপসী পৃথিবীতে জন্মায় ? একে পেলে আমি রাজকন্যাকেও চাইনি। এখনি পত্র লিখে দূত পাঠাচ্চি। আপনার সম্রাট রাজী হন ভাল ; নইলে বাধ্য হ'য়ে আমায় সন্ধি ভঙ্গ করতে হ'বে। রসদ ফুরিয়ে এসেচে,—আম্বক, আমার সৈন্তেরা শীকারলক মাংসের উপর নির্ভর করে অভিযান করতে পারবে। তারপর একবার সীমান্তটা পার হ'য়ে লোকালয়ের কাছাকাছি গিয়ে পড়তে পারলে রসদ জুটিয়ে নেওয়া শক্ত হ'বে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সম্রাটের প্রাসাদ

(শাওকীন ও পরিচারিকা)

শাওকীন

যতদিন হুঁভাগা ছিলুম ততদিন সবাই দয়ার চক্ষে দেখত। সম্রাটের সুনজরে পড়ে পর্য্যন্ত সকলেই মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত। সম্রাট আমায় ভালবাসেন, আমায় কাছে কাছে রাখেন, অন্তঃপুরের বাইরে যেতে চান না, রাজকাৰ্য্য দেখেন না,—সে কি আমার দোষ ! আমি কি বারণ করি। দেখ দেখি আজ জে আমিই উদ্ভোগ ক'রে, মিনতি ক'রে রাজসভায় পাঠিয়ে দিলুম, নইলে কি যেতেন ? কিন্তু পাঠালে কি হয়, হয় তো

এখনি ফিরবেন। (আর্শীর সন্মুখে আসিয়া আপনাকে দেখিতে দেখিতে) না প্রায় ঠিকই আছে। (বেশ বিজ্ঞাসে প্রবৃত্ত)

(সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট

পশ্চিম প্রাসাদে শাওকীনকে দেখে অবধি যেন মাতাল হ'য়ে থাকি গেছে, দিনগুলো সব খেয়ালের ঝোঁকে কেটে যাচ্ছে। কতদিন যে দরবারে যাওয়া হয় নি তা মনেই নেই। আজ, তার উপর, দরবারের শেষ পর্য্যন্ত হাজির থাকতে গিয়ে একেবারে বিরক্ত হ'য়ে যাও গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারা গেল না, দেবী সইল না; সভার পোষাকেই একবার ওকে দেখে যাওয়া যাক। ঐ যে; কাছে যাওয়া হ'বে না, এইখান থেকে লুকিয়ে দেখা যাক।

(ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শাওকীনের পিছনে আসিয়া)

(স্বগত) বাঃ! গোল আর্শীখানির ভিতরে প্রতিবিম্ব পড়েছে, মনে হ'চ্ছে যেন টানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করছে। (স্তব্ধ ভাবে নিরীক্ষণ)

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান

মন্ত্রীর কাজ মন্ত্রণা দেওয়া

ফেলে রেখে পাশা দাবা,

মন্ত্রীর কাজ দরবারে বসি'

দেশের ভাবনা ভাবা।

এখন এদের আনাগোনা হার
কেবলি প্রমোদ বনে,
রাজ্য ও রাজা—কাহারো কথাই
পড়ে নাক' আর মনে।

এদিকে হঠাৎ হান্‌টীন খাঁব দূত এসে হাজির ! হান্‌টীন খাঁ রাজকুমারীর বদলে শাওকীন দেবীর পাণিগ্রহণ করতে চায় ; সহজে সুবিধা না হ'লে যুদ্ধ করবে। কাজেই বাধ্য হ'য়ে এক রকম মহারাজের পিছনে পিছনেই, আমাকে অন্তঃপূবে প্রবেশ করতে হ'ল। (সম্রাটকে দেখিয়া) মহাবাজের কাছে নিবেদন এই যে, উত্তরবাসী বিদেশীদের সর্দার হান্‌টীন খাঁ, পলায়মান মোংসুর কাছে শাওকীন দেবীর চিত্র দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, এবং বিবাহের প্রস্তাব ক'রে মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। মহাবাজ যদি শাওকীন দেবীকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে সম্মত না হন তো তিনি যুদ্ধ করবেন—চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন, লিখেছেন।

সম্রাট

চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন ?—লিখেছেন ? বটে ! সৈন্ত সামন্ত রয়েছে কি জন্তে ? তারা রক্ষা করবেনা ? সবাই তাতারের ভয়ে আড়ষ্ট ? কারো ক্ষমতা নেই ? কেউ এই অসভ্য বর্কবণ্ডলোকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারবে না ! এই অপমান দাঁড়িয়ে দেখবে ? রাজপত্নীর লাঞ্ছনা অনার্যাসে সহ্য করবে ? আশ্রিত জীলোককে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে কাপুরুষের মত বেঁচে থাকবে ?

প্রধান

মহারাজ মার্জনা কববেন, অধীনকে রাজকার্যের অনুরোধে বাধ্য হ'য়ে বাচালতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। মহারাজের এই অতি প্রেমের কাহিনী দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েচে; সবাই জানতে পেবেচে আপনি অঙ্কলক্ষ্মীর প্রেমে রাজলক্ষ্মীকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেচেন। আপনি রাজকার্য দেখেন না বলে রাজপুরুষেবাও স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেচে, রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা। কাজেই বিদেশী বর্ষবেরা সাহস পেয়ে গেছে, ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করচে। এখন, এ অবস্থায়, শাওকীন দেবীর মায়া ত্যাগ করা ভিন্ন আব কী উপায় আছে? আমাদের সৈন্ত সুশিক্ষিত নয়, উপযুক্ত সেনাপতির অভাবও অনেক দিন মহাবাজকে জানিয়েচি। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাতারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উত্তত হ'লে পরাজয় অবশ্যভাবী। আব, তার উপরে, তাতাবেরা একবার লুটপাট আরম্ভ করলে হৃদশার আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। অন্তত প্রজাদের মুখ চেয়েও শাওকীন দেবীকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী

তাতার দূত রাজদর্শনের জগে বাইরে প্রতীক্ষা করচে।

সম্রাট

আসতে আদেশ কর।

(দূতের প্রবেশ)

দূত

তাতার সর্দার হান্‌টীর খাঁ মাননীয় চীনসম্রাটকে এই কথাগুলি

জ্ঞাপন করবার জন্তে আমাকে পাঠিয়েচেন। প্রথম কথা, এই যে, চীনসম্রাট তাতারদের সঙ্গে সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ ; সেই সন্ধির সৰ্ব্ব অঙ্গসারে, তাতার সর্দার চীন রাজবংশের কোনো সুন্দরী মহিলার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হ'য়ে চীনসম্রাটের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালে, সম্রাট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হ'তে বাধ্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে তাতার সর্দারের পক্ষ থেকে ছ'বার ছ'জন দূত এসে নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেছে ; চীন-সম্রাট কতাদানে সম্মত হননি। এই ঘটনার পর চীনসম্রাটের ভূতপূর্ব অমাত্য মোংসু তাতার সর্দার হান্‌চীন খাঁকে শাওকীন নাম্নী রাজাস্তঃপুরবাসিনী কোনো সুন্দরী মহিলার একখানি আলেখ্য দেখিয়েচেন। তৃতীয় কথা এই যে, তাতার সর্দার এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে তৃতীয়বার দরবারে দূত পাঠিয়েচেন। এখন সম্রাট যদি প্রাচীন সদ্ভাব রক্ষা করতে চান্ তবে শাওকীন দেবীকে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না। সম্রাট যদি এ প্রস্তাবের সম্মত না থাকেন তবে হান্‌চীন খাঁ, তাঁর সঙ্গত দাবী বজায় করবার জন্তে চীনরাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হ'বেন। ভাগ্য নির্ণয় অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হ'বে। মহারাজ ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা ক'রে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে আমরা বাধিত হ'ব।

সম্রাট

দূতকে এখন বিশ্রাম গৃহে নিয়ে যাওয়া হোক।

(দূতের প্রস্থান)

অমাত্য প্রধান ! সেনাপতিকে খবর দিন, সাক্ষিবিগ্রহিককে খবর দিন ; সবাই একত্র হ'য়ে, পরামর্শ ক'রে এমন একটা পন্থা

স্থির ক'রে ফেলা হোক,—যাতে তাতার সৈন্তের তর্জ্জনও নিরস্ত হয়, শাওকীন দেবীকেও না বর্ষরের হাতে সঁপে দিতে হয়। —ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন।—হ'ল না? পারলেন না?—আমি সহজেই লোকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে এসেছি, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কারো প্রতি কখনো কঠোর ব্যাভার করিনি, —তার ফলে সকলেই কি আমার ইচ্ছার বিরোধী হ'য়ে উঠল?—যখন আমাব পিতামহী সম্রাজ্ঞী লুহাও বেঁচেছিলেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইতে পারে এমন দুঃসাহসী একজনও ছিল না; তাঁর মুখের কথাট ছিল আইন।—ভবিষ্যতে দেখছি সাম্রাজ্যের ভাব এতগুলো পুরুষ মানুষের হাতে না রেখে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের হাতে রাখলেই সন্ত সুশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে।

শাওকীন

মহারাজের মেহেব প্রতিদান নেই; তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান —তাও নেই। তবে তাঁর জঙ্গলেব জন্তে, তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্তে দাসী মৃত্যুমুখে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু—এই অনুরাগ—এ আমি কেমন ক'রে ভুলব!

রাজা। তোমায় কি বলব? আমিই যে ভুলতে পারব তা জোর ক'রে বলতে পারিনে।

প্রধান

মহারাজ! অধীনের নিবেদন, পৈতৃক রাজ্য যাতে পরহস্তে না গিয়ে, পুত্র পোত্রের ভোগে আসে সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। দেবীকে অবিলম্বে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করাই স্মৃষ্টি।

সম্রাট

তবে তাই হোক। দূতের হাতে সঁপে দাও।—আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাব,—শাওকীনকে একদিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আসব ;
-পাঙ্কিং সেতুর এ পারে শেষ বিদায় নিয়ে ফিরব।

প্রধান

সর্বনাশ ! এতে যে সম্রাটের মর্যাদার হানি হ'বে ; এমন কি, এর জন্তে এই বর্ষের তাতারগুলো পর্য্যন্ত টটকারী দিয়ে হাসবে।

সম্রাট

হাসুক। আমরা আমাদের অমাত্যের সকল অনুরোধই আজ রেখেছি, অমাত্য কি আমাদের এই অনুরোধটাও রাখবেন না ?
—যে যাই বলুক, আমরা শাওকীনকে একটা দিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আসব—বিদায় নিয়ে আসব। তার পর শূন্য প্রাসাদে ফিরে আমরা বিশ্বাসঘাতক মোংসুর ব্যাভার স্মরণ করতে থাকব।

প্রধান

আমাদের মজাগত এই অক্ষমতার জন্তে নিজেদের দিকার দিতে দিতে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, কেবল লোকক্ষয় ধনক্ষয় নিবারণ করবার জন্তে, মহারাজকে আশ্রিতবর্জনের মন্ত্রণা দিতে হ'ল। উপায় নেই,—তার উপর এই জীজাতির জন্তে—বিশেষতঃ রূপবতী রমণীর জন্তে জগতে এ পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, অনেক রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, অনেক জাতি উৎসন্ন গেছে।—সাহস হয় না—জীলোকের জন্তে লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস হয় না।

শাওকীন

রাজ্যের মঙ্গলের জন্তে বর্ষরের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি। যুদ্ধ বাধলে কত লোকের সর্বনাশ হ'ত, কত নারী

পতিপুত্র হারাত, সে সর্বনাশের পথ আমি বন্ধ করতে
বাচ্চি।—তারা কি আমায় মনে করবে?—তারা কি আমায়
আশীর্বাদ করবে?—হয়তো করবে; তবু মহারাজের কাছ থেকে
বিদায় নিতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাহ্লিং সেতু

(শাওকীন, দূত ও অনুচরগণ)

শাওকীন

(স্বগতঃ) ওঃ ! এই আমি,—মহারাজের কাছে মান পেয়ে-
ছিলুম, মর্যাদা পেয়েছিলুম, অনুগ্রহ পেয়েছিলুম, স্নেহ পেয়েছিলুম।
—তাতাব সর্দার লিখেচে, আমায় না পাঠালে রাজ্য ছারখার
করবে; কি সর্বনাশের কথা ! একজনের জন্তে রাজ্যের লোককে
খুনজখম করবে !—এই সব বর্বর—এদের কাছে আমায় যেতে
হ'বে—এদের সঙ্গে থাকতে হ'বে,—এদের খুসী করতে হ'বে !
শুনেছি, এরা যে দেশের লোক সে দেশ ভারি ঠাণ্ডা, বরফ পড়ে ;
কেমন ক'রে সে দেশে থাকব ! ভগবান ! যাকে রূপ দিয়েছ তার
কপালে সুখশান্তি লিখতে একেবারে ভুলে গেছ !—কি করব ?—
নিরুপায়, নিরুপায় ।

(সম্রাট ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

সম্রাট

বিদায় নেবার সময় এসেচে—এই আমাদের শেষ দেখা।
(অমাত্যদের প্রতি) পারলে না ? শাওকীনকে বর্বরের হাত

থেকে বাঁচাতে পারলে না ? পত্নীবর্জন ভিন্ন রাজ্যরক্ষার কোনো উপায় ভেবে পেলো না ?— অকস্মাৎ ।

(ঘোড়া হইতে নামিয়া শাওকীনের হস্তধারণপূর্বক অশ্রুবিসর্জন
ও নাট্যের দ্বারা পরস্পরের দুঃখ-প্রকাশ)

দূত

দেবি ! একটু অব্যাহিত হ'তে আজ্ঞা হোক ; আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এল, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই ।

শাওকীন

প্রভু ! আর কবে আপনাকে দেখতে পাব ! কেমন ক'রে দেখতে পাব !—আজ যে রাজার রাণী কাল সে বর্ষের বাদী হবে । প্রাসাদের বেশ এঁঠেনেই ছেড়ে যেতে চাই, এই উজ্জল সাজ চামড়ার তাঁবুতে একটুও মানাবে না ।

দূত

দেবী, আবাব আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল—একটু অব্যাহিত হ'ন অত্যন্ত দেরী হ'য়ে যাচ্ছে ।

সম্রাট

না, আর দেরী কিসের ? শাওকীন ! অনেক দূরে চলে যাচ্ছ, কিন্তু দেখ, আমাদের অনুরাগের এই পেলব স্মৃতি রোষের আগুনে যেন নীরস হ'য়ে না উঠে, অভিমানের স্পর্শে যেন মলিন হয়ে না যায় । আমার অক্ষমতা স্বরণ ক'রে ক্ষমা করো,—মনে রেখো ।

(শাওকীন ও দূতের প্রস্থান)

আমায় লোকে বলে সম্রাট ! চীনরাজ্যের ভাগ্য বিধাতা ।

প্রধান

মহারাজ ! আশ্বস্ত হোন্, আশ্বস্ত হোন্ !

সত্রাট

চলে গেল—ভাসিয়ে দিতে হ'ল। এই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীর, এই দুর্ধর্ষ দুর্গ শ্রেণী, এই সহস্র সৈন্য সামন্ত—সব মিথ্যা ! তাতারের নামে কম্পমান ! এতগুলো পুরুষের বুদ্ধিবল এবং বাহুবলে রাজ্য রক্ষা হ'ল না, একটা আশ্রিত জ্বীলোককে বলি দিয়ে রাজ্যরক্ষা করতে হ'ল ! বীরপুরুষেরা কাপুরুষের মত বেঁচে রইলেন !

প্রধান

মহারাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতে আজ্ঞা হোক। আপনি বিজ্ঞ, গতানুশোচনা যে নিষ্ফল সে কথা আপনার অজানা নেই। শাওকীন দেবীর কথা এখন বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়।

সত্রাট

হৃদয় যদি লোহার হ'ত তাহ'লে বিস্মৃত হওয়া যেত, অমাত্য প্রধান, তাহ'লে ভোলা যেত। অজস্র চোখের জল—মুছে শেষ করতে পারচিনে।—আজ, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, তার পরিত্যক্ত স্বরখানিতে, হাজার রোপ্য প্রদীপ জালিয়ে, তার ছবিধানিকে সাম্মুখে রেখে তার কল্যাণে সারারাত আমি দেবার্চনা করব।

প্রধান

এখন তবে প্রাসাদে ফিরে চলুন, দেবী এতক্ষণ বহুদূর চলে গেছেন।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

তাতার শিবির

(হান্‌চীন খাঁ, শাওকীন ও তাতারগণ)

হান্‌চীন

চীনসম্রাট সর্বমত সুন্দরী শাওকীন দেবীকে আমার হাতে সমর্পণ করেচেন। এঁকে আমি দেশে ফিরেই, সম্মানে পত্নীত্বে বরণ করব। যাক্, দুই দেশের প্রজাই অশান্তির হাত থেকে নিস্তার পেল। (একজন তাতারের প্রতি) ওহে ছোকরা, সকলকে তাঁবু ওঠাবার হুকুম জানিয়ে দাও, আজই উত্তরে ফিরতে হ'বে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আমুর নদীর উপর নৌকা

(হান্‌চীন খাঁ ও শাওকীন)

শাওকীন

এ কোন্ জায়গা ?

হান্‌চীন

এই হ'ল দুই রাজ্যের সীমানা ; এই যে নদী, একে আমবা বলি কালনাগিনী। এর একূল চীনসম্রাটের অধীন, ওকূল তাতার সর্দারের আয়ত্ত।

শাওকীন

তাতার সর্দার ! এই থানে, আমি আমার দক্ষিণের আত্মীয়দের উদ্দেশে এক অঞ্জলি ফুল ভাসিয়ে দিতে চাই। (ধারে গিয়া) আমার দেবতা, মধুর-উদার-প্রকৃতি চীনসম্রাট ! তোমার উদ্দেশে এ জীবনে আমাব এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি। (নদীতে পতন) পরলোকে তোমারি প্রতীক্ষা—(জলে অদৃশ্য হইয়া গেল)

হান্টোন

(ধরিতে না পারিয়া) গেল—গেল ঘূর্ণিজলে পড়তে না পড়তে একেবারে তলিয়ে চলে গেল ! প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল—বিদেশী তাতারকে বিবাহ করবে না। আর উপায় নেই। নৌকা ভিড়াও, এই নদীর তীরে শাওকীনের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে ; তার আগে দেশে ফিরব না। মন্দিরের নাম হবে সবুজ সমাধি। আর সে নেই ; চীনসম্রাটকে অকারণে উৎপীড়ন করা হল। কুচক্রী, হতভাগা মোংসুই এই অনর্থের মূল্য। (একজন তাতারের প্রতি) দেখ, মোংসুকে এখনি বন্দী করে চীনসম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দাও, সেইখানেই ওর উচিত শাস্তি হ'বে। ওকে এক-দণ্ডও আর আমাদের মধ্যে রাখা হ'বে না। মোংসুর মত কুটিল লোককে যে আশ্রয় দেবে তার বিপদ পদে পদে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পশ্চিম প্রাসাদ

(চীনসম্রাট ও প্রতিহারী)

সম্রাট

শাওকীনকে পরেব হাতে তুলে দিয়ে পর্যাস্ত আর দরবারে মুখ দেখাইনি। রাত্রির নিস্তরুতাও ভাল লাগে না, মন যেন আরো হতাশ হ'য়ে পড়ে। সাস্থনার মধ্যে তাব এই ছবিখানি, এইখানিকে সামনে রেখে, এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যায়। (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ-তোরণের প্রতিহারী দেখ, দেখ, এদিকের ধূপটা একেবারে নিবে গেছে, আর একটা জ্বলে দাও দেখি। সে চোখের আড়াল হ'য়ে গেছে, তাই বলে তাকে প্রাণেব আড়াল করতে পারব না; তার এই ছায়াখানিই এখন আমার জীবনের অবলম্বন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়চে, অথচ ঘুম আসে না। দেখি একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

(শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ—স্বপ্নে শাওকীনের আবির্ভাব)

শাওকীন

বর্ষর তাতারেরা আমার উত্তর দেশে নিয়ে যেতে চায়; আমি তাদের ঠাঁবু থেকে লুকিয়ে চ'লে এসেছি। এই না মহারাজ ? রাজা আমার। আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসিচি।

(স্বপ্নে একজন তাতার সিপাহীর আবির্ভাব)

সৈনিক

একটু তজ্জা এসেছে কি অম্নি পালিয়েচে ! জীলোকের এত সাহস ? আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে তার পিছন পিছন ছুট্ ! ছুটতে ছুটতে একেবারে পশ্চিম প্রাসাদের দরজায় এসে পড়েছি—এই না সে ? হঁ, খুব পালানো হয়েছে যে ! এখন চল।

(শাওকীনকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তর্ধান)

সম্রাট

(জাগিয়া) যা, অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দিনের বেলায় জেগে থাকতে, যাকে এত ডেকেও সাড়া পাইনি, স্বপ্নের ক্রপায় তাকে পেয়েছিলুম, রাখতে পারলুম না,—স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ওই !—বিরহী চক্রবাক্ চীৎকার করচে ; আমার এই বেদনার মর্ম্ম শুধু ওই বনের পাখীই বুঝতে পেয়েচে।—চক্রবাকের মতন ছুঁড়াগা আর কারো নেই ;—উত্তরে ওর তাতার সিপাহীর তীরের ভয়, দক্ষিণে ফন্দিবাজদের জালে পড়বার ভয়। নাঃ, আবার ডাকতে সুরু করলে, এই পাখীগুলোর জালায় মনটা আরো খারাপ হয়ে উঠল।

প্রতীহারী

মহারাজ, আপনি দেবতুল্য, আপনি শোকে মলিন হ'য়ে থাকেন এ আমাদের সখ হয় না।

সম্রাট

এ শোক দমন করবার ক্ষমতা—আমার নেই। আমাকে তোমরা সবাই মিলে কেন এই এক কথা বারবার বল ? তোমরা কি শোক হুঃখের মর্ম্ম জান না ?—ওই যে পাখীর আওয়াজ

এখনি শুন্লে ওতো মুকুলভোজীর আনন্দ কলরব নয়।—শাওকীন আমার গৃহ শূন্য ক’বে চলে গেছে।—হয় তো ঠিক এই মুহূর্তে বুনোপাখীর হাহাকাব শুনে আমরা মত সে আকুল হ’য়ে উঠেচে। স্বর্ণ তোষণেব প্রতীহারী! বলতে পার—সে এখন কোথায়? বলতে পার? জান?

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান

মহাবাজ, এইমাত্র তাতাব সর্দারের দ’জন লোক মহারাজের ভূতপূর্ব অমাত্য মোংসুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে এনে হাজির কবেচে। তাতাব সর্দার লিখেচেন,—এই বিশ্বাসঘাতকই সকল অনর্থের মূল; এ আপনাব আজ্ঞা অমাত্য ক’রে পালিয়েছিল, সেইজন্তে আপনাব হাতেই একে প্রতারণা কবা হ’য়েচে। নইলে, সর্দারই একে সমুচিত শাস্তি দিতেন। তাতাব সর্দার চীনসম্রাটের সঙ্গে সন্ধাব রাখতে ঈচ্ছুক, সম্রাটের অভিপ্রায় জানবার জন্তে দূত অপেক্ষা কবেচে। সর্দার এই চিঠিতে আর একটা সংবাদ দিয়েছেন—শাওকীন দেবী আদ ইহলোকে নেই।

সম্রাট

(অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাও, সকল অনর্থের মূল বিশ্বাস-ঘাতক মোংসুর মুণ্ড ছিন্ন ক’রে অভাগিনী শাওকীন দেবীর অতৃপ্ত প্রেতাগ্নার তৃপ্ত্যর্থ দান করগে।—আর, তাতার দূতের সম্মানার্থে সমারোহপূর্বক প্রাসাদে ভোজের আয়োজন কবতে ভুল না, যাও।

(অমাত্যের প্রস্থান)

চক্রবাকের ক্রন্দন শুনি’ কানে,

কত না স্বপন জেগে উঠেছিল প্রাণে।

সারারাত শুধু ভেবেছি তাহারি কথা,
 সে যে বেঁচে নাই জানি নাই সে বারতা ।
 সবুজ সমাধি* আছে শুধু নদী তীরে,
 সিন্ত তাতার চীনের অশ্রুণীবে ।
 যে পটুয়া তার সুন্দর ছবি ক'রেছিল হায়, মাটি,
 ছবির মূল্য দিবে সেই বটু নিজের মুণ্ড কাটি' ।

যবনিকা

* আমুর নদীর বালুকাময় তটের কেবল একটি মাত্র অংশ শশ-সমাজের,
 এই অংশটিকে লোকে এখনও শাওকীন রাণীর সবুজ সমাধি বলে ।

দৃষ্টিহার।

ପାତ୍ର ଓ ପାତ୍ରୀ

ମୋହାନ୍ତ ମହାରାଜ

ତ୍ରିନିଜନ ଜନ୍ମାନ୍ତ

ଅନ୍ତ ସ୍ତବିର

ପଞ୍ଚମ ଅନ୍ତ

ଷଷ୍ଠ ଅନ୍ତ

ତ୍ରିନିଜନ ଜପ-ପରାୟଣା ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀଲୋକ

ଅନ୍ତ ସ୍ତବିରା

ଅନ୍ତ ତରୁଣୀ

ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀଲୋକ

দৃষ্টিহারী

প্রথম দৃশ্য

[উর্কে নক্ষত্র-প্রচুর ঐশ্বর্য্য গম্ভীর আকাশ ; নিম্নে অনাদি-কালের অরণ্য । বনের মধ্যে একজন স্থবির মোহান্ত উপবিষ্ট । মোহান্তের দেহ মৃতবৎ নিশ্চল ; অন্তঃসারশূন্য অতি প্রকাণ্ড এবং অতি প্রাচীন এক বটবৃক্ষের গায়ে মোহান্তের মাথাটি ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে । তাঁহার আনীল ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিয়ুক্ত ; মুখখানি এমনি পাংশুবর্ণ যে দেখিলে ভয় হয় । চক্ষু নিষ্পন্দ, দৃষ্টি অর্থহীন ; সে দৃষ্টি যেন অনন্ত সম্ভাব পরিদৃশ্যমান অংশে আর আবদ্ধ নাই ; চক্ষে অসীম দুঃখের এবং অপ্রমোদ অশ্রুবর্ষণের রক্তচ্ছটা । সম্ভ্রমমণ্ডিত শুভ্র কেশগুলি সংলিপ্তভাবে গুচ্ছে গুচ্ছে তাঁহার শ্রান্ত ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; ক্ষীণ হাত দুইখানি ক্রোড়দেশে অঞ্জলিবদ্ধ । মোহান্তের দক্ষিণে, স্থলিত শিলায়, জীর্ণ পল্লবের স্তূপে, এবং হ্রস্ব-স্থল-ক্ষয়গ্রস্ত বৃক্ষমূলে ছয়জন অন্ধ আসীন । বামে ছয়জন জীলোক, ইহারোও অন্ধ । উভয় দলের মধ্যে একটা সমূলোৎপাটিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কয়েকখণ্ড গুরুভার প্রস্তর ।

জীলোকদের মধ্যে তিনজন ক্রন্দনস্বরে অবিশ্রাম স্তোত্রপাঠ করিতেছে ; একজন অতিবৃদ্ধা ; একজন উন্মাদগ্রস্ত এবং চিরমৌন, তাহার কোলে একটি শিশু নিদ্রিত । একজন অপূর্ণ স্নানরী, ইহার কেশরাশি বস্ত্রের মত সর্বোচ্চে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। অনেকেই হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। অরণ্যভূমির অবিশ্রাম নানা বিচিত্র অশ্রুট শব্দের মাঝখানে থাকিয়াও ইহারা আর বিহ্বল হইয়া উঠে না। গগনস্পর্শী বনস্পতিদের ভূতলস্পর্শী পল্লব-ভৃঙ্গিষ্ট শ্রামায়মান শাখাগুলি অনাথ অন্ধদিগকে ছায়াদান করিতেছে। মোহান্তের অদূরে কয়েকটি মুগধুঁ রজনীগন্ধার শীর্ণ মুকুল ক্ষুরিত হইয়া উঠিয়াছে। বন পল্লবের ঘনবটা স্থানে স্থানে জ্যোৎস্নাবিদ্ধ হইলেও অন্ধপুরী অসাধারণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।]

প্রথম অন্ধ

কই? এখনো এলেন না?

দ্বিতীয় অন্ধ

তুমি আমার ঘুমটা মাটি করে দিলে!

প্রথম অন্ধ

আমিও এতক্ষণ ঘুমিয়েই ছিলাম।

তৃতীয় অন্ধ

আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম।

প্রথম অন্ধ

এখনো আসছেন না?

দ্বিতীয় অন্ধ

কই? কোনো দিকে তো কারো পায়ের শব্দ পাইনি।

তৃতীয় অন্ধ

আমাদের আশ্রমে কিরবারও বোধ হয় সময় হ'য়ে এল।

প্রথম অঙ্ক

আমরা যে কোথায় রইছি,—সেইটে একবার জানতে পারুলে
হয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

উনি যাওয়ার পর থেকে, সব যেন ঠাণ্ডা কালিমে উঠেছে।

প্রথম অঙ্ক

আমি জানতে চাই আমরা কোথায়।

অঙ্ক স্থবির

তোমরা কেউ বলতে পার ?—আমরা এ কোথায় এলাম ?

অঙ্ক স্থবির।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটা হ'য়েছে; আশ্রম থেকে বোধ হচ্ছে
ঢের দূরে এসে পড়িছি।

প্রথম অঙ্ক

আ-আ !.....মেয়েরা আমাদের সামনে নাকি ?

অঙ্ক স্থবির।

হাঁ ; আমরা তোমাদের সমুখটিতেই বসে আছি।

প্রথম অঙ্ক

দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে যাই ; (উঠিয়া হাঁড়াইতে
লাগিল) তুমি কোনখানে ? কথা কও ! তবে তো আন্দাজ পাব।

অঙ্ক স্থবির।

এই যে, আমরা পাথরের উপর বসিছি।

প্রথম অঙ্ক

(অগ্রসর হইতে গিয়া হোঁচট লাগিয়া) আঃ ! আমাদের
মাঝখানে কি একটা রয়েছে—

দ্বিতীয় অঙ্ক

যেখানটাতে থাকা গেছে সেইখানে থাকাই ভাল ।

তৃতীয় অঙ্ক

তোমরা কোন্ দিকে বসেছ ? আমাদের কাছে আস্বে ?

অঙ্ক স্থবিরী

আমাদের উঠতে ভয় হয় ।

তৃতীয় অঙ্ক

কেন আমাদের এমন তফাৎ করে রেখে গেলেন ?

প্রথম অঙ্ক

মেয়েদের দিক থেকে ঠাকুরের নাম শুনতে পাচ্ছি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

হাঁ, তিন বুড়ীতে মিলে নাম জপ কচ্ছে ।

প্রথম অঙ্ক

এ তোমার সন্ধ্যা আফিকের সময় নয় ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তোমরা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে নাম জপ কর্তে ই পার ।

(বৃদ্ধারা প্রার্থনা করিতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

হ্যাঁগা ! আমি কার পাশে বসেছি ? জ্যা ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

বোধ হ'চ্ছে আমিই তোমার পাশে ।

(দুইজনে হাঁড়াইতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

কই ! পরস্পরকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর্তে পারা যাচ্ছে না !

প্রথম অঙ্ক

তবু বেশী তফাতে নেই !

(ইন্ততন্তঃ ঘুরিতে ঘুরিতে পঞ্চম অঙ্কের গারে লাঠি
লাগায় সে মৃদু আর্তনাদ করিল)

যে লোকটা কানে শুনতে পায় না সেই আমার পাশে বসেছে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমি সকল শুনিবে । এই তো আমরা ছজন ছিলাম ।

প্রথম অঙ্ক

আমি যেন একটু একটু বুঝতে পাচ্ছি । আচ্ছা, মেয়েদের
জিজ্ঞেসা করা যাক.....ব্যাপারখানা বুঝতে হ'বে তো ।
বুড়ীদের বিড়্ বিড়্ এখনো শুনতে পাচ্ছি । ওরা তিনজনে এক
জায়গায় বসেছে বুঝি ।

অঙ্ক স্থবিবা

এই যে আমার পাশে.....একখানা মন্ত পাথরের চাঁইয়ের
উপর বসে আছে ।

প্রথম অঙ্ক

আমি ঝবা পাতার উপর বসে আছি.....

তৃতীয় অঙ্ক

আর সেই অন্নবয়সী মেয়েটি ?.....সে কোথায় ?

অঙ্ক স্থবিবা

সে ?.....ঐ ঘারা ঠাকুরদের নাম কছে' তাদের পাশে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পাগুলী আর তার ছেলে ? তারা কোথায় ?

অন্ধ তরুণী

বাছা ঘুমিয়েছে, তায়ে জাগিয়ে না।

প্রথম অঙ্ক

উঃ! তুমি আমাদের কাছে থেকে কত দূরে গিয়ে বসেছ!
আমি ভেবেছিলাম আমার সামনে আছ।

তৃতীয় অঙ্ক

যা' জানা দরকার, তা' অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি।
দেখ, মোহাস্ত ঠাকুর যতক্ষণ না ফেরেন, সকলে মিলে, ততক্ষণ
গল্পস্বপ্ন করা যাক।

অন্ধ স্ত্রীবিরা

তিনি আমাদের স্তব্ধ হ'য়ে, তাঁর জন্তে অপেক্ষা কর্তে বলে
গেছেন।

তৃতীয় অঙ্ক

আমরা তো আর ঠাকুরবাড়ীতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে
আসিনি.....

অন্ধ স্ত্রীবিরা

কি কর্তে যে আমরা এসিছি তা' তুমিও জান না।

তৃতীয় অঙ্ক

চুপ্ করে থাকলে আমার কেমন ভয় বোধ হয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বলি, বলতে পার ?.....ঠাকুর কোথায় গেলেন ?

তৃতীয় অঙ্ক

আমার মনে হচ্ছে, তিনি অনেকক্ষণ আমাদের একা ফেলে
রেখেছেন।

প্রথম অঙ্ক

ক্রমেই অপটু হ'য়ে পড়ছেন। বোধ হয়, কিছু দিন থেকে তিনি নিজেও আর চোখে তেমন দেখতে পান না। সে কথা তিনি নিজে কিন্তু কিছুতেই স্বীকার কর্ছেন না ;..... পাছে আর কেউ এসে তাঁর স্থান অধিকার করে বসে..... এই ভয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস.....তিনি আর চোখে তেমন দেখতে পান না। আমাদের চালিয়ে বেড়াবার জন্তে নূতন কাউকে পেলে ভাল হয় ; উনি আমাদের কথা এখন কানেই তোলেন না ;.....সংখ্যাতেও আমরা ক্রমশঃ বেড়ে চলছি,তিনি আর পেরে ওঠেন না। আমাদের আশ্রমের এতগুলো লোকের মধ্যে, কেবল ঔর আর ঐ তিনজন ভৈরবীর এখনো একটু দৃষ্টিশক্তি আছে ; এ দিকে এঁরা ক'জনেই আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।.....নিশ্চয় বৃদ্ধ আমাদের ভুল পথে এনে এখন আবার পথ খুজতে বেরিয়েছেন। এমন অসহায় অবস্থায় আমাদের ফেলে চলে যাওয়ার তাঁর কোনো অধিকার নেই।

অঙ্ক স্থবির

তিনি বহুদূর চলে গেছেন ; যাবার বেলা মেয়েদের বোধ হয় ঐ রকমই তিনি বলে গেলেন.....

প্রথম অঙ্ক

বটে। তিনি বুঝি আজকাল শুধু মেয়েদের সঙ্গেই কথা কন ? কেন ? আমরা বুঝি কেউ নই ? শেষকালে, অল্পবয়স না করে আঁব চলবে না, দেখছি।

অন্ধ স্ববির

ক'র কাছে অমুযোগ কর্কে ?

প্রথম অঙ্ক

তাই ত ! তা' তো বলতে পারিনে ; আচ্ছা দেখা যাবে.....
 ...দেখা যাবে ;.....ইনি গেলেন কোথায় ? আমি মেয়েদের
 জিজ্ঞেসা করছি ।

অন্ধ স্ববির

সারাজীবন ঘুরে ঘুরে তিনি শ্রান্ত হ'য়েছেন। আমার
 মনে হয়, যেন, তিনি আমাদের মাঝখানে একবার এসে
 বসেছিলেন। আজ ক'দিন থেকে তাঁকে বড় বিষন্ন, বড়
 দুর্বল বলে বোধ হ'চ্ছে। ক্রমেই যেন নিরানন্দ হ'য়ে
 পড়ছেন, মুখে কথাটি নেই। কী যে কাণ্ড ঘটবে তা' বলতে
 পারিনে। আজকে আশ্রমের বাইরে আসবার জন্তে যেন
 ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ;.....বলছিলেন, শীতের পূর্বে
 রোদ থাকতে থাকতে, আমাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির শোভা,
 এবারকার মত শেষ দেখা দেখে নেবেন। এ বছরের দুঃস্বপ্ন শীত,
 বোধ হয় সহজে নড়বে না ; এরি মধ্যে বরফের ফুলকি ঝরতে
 আরম্ভ হ'য়েছে। মোহান্ত ঠাকুর বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ;
 এই কদিনের বাদল বানে নদীগুলো নাকি ভারি বেড়ে উঠেছে,
 বাধ মানচে না। উনি বলছিলেন.....সমুদ্রের স্রুতি দেখে
 গুঁরও ভাবি ভয় হ'য়েছে। সাগর যে হঠাৎ কেন এত চঞ্চল হ'য়ে
 উঠল তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বাধের
 ধারে পাহাড়গুলোও তেমন উচু নয়। তিনি নিজে গিয়ে দেখতে
 চেয়েছিলেন,.....কিন্তু, কি যে দেখলেন তা' আর কাউকে

বলেন না। আমার বোধ হয়, ঐ পাগল মেয়েটির জন্তে কিছু খাবার জিনিষ সংগ্রহ কর্তে বেরিয়েছেন। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন অনেক দূর যেতে হ'বে। আমাদের অপেক্ষা করে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অন্ধ তরুণী

বিদায়ের আগে তিনি আমার হাত ছ'খানি হাতের মধ্যে নিয়েছিলেন; তাঁর হাত কাঁপছিল; তারপর আমার কপালের উপর একটি চুমা দিয়ে চলে গেলেন.....

প্রথম অন্ধ

ওফ্ !

অন্ধ তরুণী

আমি জিজ্ঞেস করলাম.....কি জন্তে যাচ্ছেন ?...কি হ'য়েছে ? তিনি বলেন “কি যে হ'বে তা' কিছুই জানিনে।” শেষে বলেন “পাকাচুলের আধিপত্য আর বেশী দিন টিকছে না.....বোধ হয়”.....

প্রথম অন্ধ

অর্থাৎ ?

অন্ধ তরুণী

ভাবটা আমিও ঠিক ধরতে পারিনি ; ডেউয়ের মাঝখানে যে বাতি-ঘর আছে, সেই দিকে তাঁর যাবার কথা শুনেছি।

প্রথম অন্ধ

এ দেশে বাতি-ঘর আছে নাকি ?

অন্ধ তরুণী

আছে বই কি, এই দ্বীপের উত্তর দিকে আছে। আমার আন্দাজ.....সেটা আমাদের কাছ থেকে খুব বেশী দূর হ'বে না। মোহান্তের মুখে শুনেছি.....ঐ বাতিঘরের বাতির আলো এখানকার এই গাছপালাগুলোতে পর্য্যাপ্ত এসে পৌঁছয়।..... আজকে শুঁকে যেমন বিষন্ন মনে হ'য়েছিল এমন আর কখ'খনো হয়নি। আমার মনে হয় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়'ছিল। সে কান্না চোখে দেখতে পাইনি, তবু, কি জানি কেন, আমার দৃষ্টিহার্য্য চোখেও জল এসে পড়'ল।.....যাবার সময় তাঁর পায়ের শব্দ পাইনি.....মনে হল তাঁর নিঃশব্দ-গম্ভীর স্মিত হাসিটি যেন স্তনুতে পেলাম। মনে হয়, তিনি, শ্রান্ত হ'য়ে যখন শান্তির আশায় চোখ বুজ'ছিলেন তাও আমি যেন স্পষ্ট স্তনুতে পেয়েছি।

প্রথম অঙ্ক

এ কথাতে তিনি আমাদের কাউকে বলেননি।

অন্ধ তরুণী

তাঁর কথা তোমরা কানেই তোলো না।

অন্ধ স্তবির

তিনি কিছু বলতে সুরু কলে'ই, তোমরা বিরক্ত হ'য়ে ওঠ, গজ্জ গজ্জ কর্তে থাক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

যাবার সময় তিনি অতশত কিছুই বলেননি; খালি বলে গেলেন —‘এখন আসি’।

তৃতীয় অঙ্ক

ভারি দেবী হ'য়ে যাচ্ছে।

প্রথম অঙ্ক

ভাবে বোধ হ'ল যেন ঘুমোতে যাচ্ছেন ; তিনি যে আমার দিকে চেয়ে ঐ কথা বলেছিলেন তা' আমি শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম। কারো দিকে লক্ষ্য ক'বে কথা বজতে গেলে আওয়াজ কেমন আপনা হ'তেই বদলে আসে !

পঞ্চম অঙ্ক

চক্ষুহীন অন্ধদের প্রতি দয়া কর !

প্রথম অঙ্ক

কে ওটা ?.....আবোল্-তাবোল্ বকছে ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

বোধ হ'চ্ছে যে লোকটা কাণে শুন্তে পায় না...সেই।

প্রথম অঙ্ক

থাম্‌রে বাপু থাম্‌, এটা ভিক্ষের সময় নয়।

তৃতীয় অঙ্ক

উনি খাণ্ড-সংগ্রহের জন্ত কোন্‌ দিকে গেছেন ?

অন্ধ স্থবিরী

সমুদ্রের দিকে।

তৃতীয় অঙ্ক

ওঁর মত বয়সে অমন ক'রে সমুদ্রের দিকে যাওয়া ভাল নয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সমুদ্র কি আমাদের খুব নিকট ?

অন্ধ স্থবির।

খুব কাছে। একটু চুপ কর...এখনি গর্জন শুনতে পাবে।...

(সমুদ্রের হলহল শোনা গেল)

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কেবল ওই বুড়ীদেব মস্তব পড়া শুনতে পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির।

কাণ পেতে শোনো, ঐ মস্তবের মধ্যে থেকেই সমুদ্রের আভাস পাবে।

দ্বিতীয় অন্ধ

হাঁ, পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, আমাদের কাছ থেকে খুব বেশী দূর বলেও বোধ হ'চ্ছে না।

অন্ধ স্থবির।

ঘুমিয়ে ছিল ; বোধ হয় জেগে উঠল।

প্রথম অন্ধ

আমাদের এমন জায়গায় আনা তাঁর তারি অস্তায় ; ও শকট।
আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

অন্ধ স্থবির।

তোমরা তো জান.....এ দ্বীপটি তেমন বড় নয় ; কাজেই,
আশ্রমের বাইরে একবার এসে পড়লেই ওই শকট।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কাণ দিই নে।

তৃতীয় অন্ধ

আজকে যেন একেবারে নাকের গোড়ায় বলে মনে হ'চ্ছে ;
এত কাছে ও আওয়াজ আমি ভালবাসি নে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমিও না। তা' ছাড়া আমরা তো আশ্রম ছেড়ে আসতেই চাইনি।

তৃতীয় অঙ্ক

আমরা কোনো দিন এত দূর আসিনি। মিছেমিছি এত দূর হাঁটানো।

অঙ্ক স্থবির

আজকের সকালটা ভারি চমৎকার লেগেছিল।.....যতক্ষণ রোদ্‌ আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, আমরা খোলামাঠে রোদ্‌ পোহাতে পেলো, খুসী হ'ব মনে করে, ঠাকুর আমাদের এখানে এনেছিলেন। এর পর সারাটা শীত আশ্রমের মধ্যে তো আবদ্ধ হ'য়ে থাকতেই হ'বে।

প্রথম অঙ্ক

আমার আশ্রমই ভাল।

অঙ্ক স্থবির

ঠাকুর বলেন, এই যে ছোট দ্বীপটিতে আমরা বাস করছি, এর কথাও কিছু কিছু জানা ভাল। উনিও এর সকল ঠাই দেখেন নি। এখানে নাকি এক পাহাড় আছে.....তার উপর কেউ কখনো ওঠেনি! সেই পাহাড়ের কোণে এক তরাই আছে সেখানে কেউ নাবতে চায় না! এমন অনেক গুহা আছে, যার ভিতর আজ পর্য্যন্ত কেউ প্রবেশ করেনি। রোদের আশার চিরটা কাল ছাদের উপর বসে থাকা ভাল দেখায় না, তাই, তিনি আজ আমাদের সাগরের তীরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন দেখছি একাই সেদিকে গিয়েছেন।

অন্ধ স্থবির

ঠাকুরের কথাই ঠিক । বাঁচতে গেলে এ চাই ।

প্রথম অন্ধ

যাই বল, আশ্রমের বাইরে কিছুই দেখবার নেই ।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমরা কি এখন রোদে বসে রয়েছি ?

তৃতীয় অন্ধ

এখনও রোদ রয়েছে ?

ষষ্ঠ অন্ধ

আমার তো বোধ হয় না ; আমার আন্দাজ হয় বেলা একেবারে গড়িয়ে গেছে ।

দ্বিতীয় অন্ধ

ক' প্রহর হ'ল ?

অনেকে

জানিনে,.....কেউ জানে না ।

দ্বিতীয় অন্ধ

আলো দেখা যাচ্ছে কি ? (ষষ্ঠের প্রতি) কই ? তুমি কোথায় ? বল, তুমি তো তবু একটু দেখতে পাও, বল !

ষষ্ঠ অন্ধ

আমার বোধ হ'চ্ছে, ভারি অন্ধকার । যতক্ষণ রোদ্র থাকে ততক্ষণ.....এই ঠিক আমার চোখের পাতার কোলে একটা নীল রেখা দেখতে পাই ; অনেকক্ষণ আগে দেখেছিলুম ; এখন একেবারে অন্ধকার ।

প্রথম অঙ্ক

আমি কিদে পেলোই বুঝতে পারি বেলা গেছে ; কিদেও দেখছি পেয়েছে ।

তৃতীয় অঙ্ক

আচ্ছা, ষাড় তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাও দেখি, হয় তো বুঝতে পারবো ।

(তিনজন জন্মান্ব ব্যতীত সকলেই আকাশের দিকে দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিল । জন্মান্বেরা পূর্বের মত নত মস্তকে মাটির দিকেই চাহিয়া রহিল ।)

যষ্ঠ অঙ্ক

আমরা খোলা জায়গায় আছি কি না—তাও বোঝা যাচ্ছে না ।

প্রথম অঙ্ক

কথা কইলেই যে রকম গম্‌গম্‌ কচ্ছে তাতে মনে হয় আমরা একটা গুহার ভিতর বসে আছি ।

অঙ্ক স্থবির

আমার মনে হয় সন্ধ্যা হ'য়েছে বলে ওরকম গম্‌ গম্‌ কচ্ছে ।

অঙ্ক তরুণী

আমার বোধ হ'চ্ছে আমার হুটি হাত পরিপূর্ণ করে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে ।

অঙ্ক স্থবির

আমার বোধ হ'চ্ছে নক্ষত্র উঠেছে, স্পষ্ট শুনছি ।

অঙ্ক তরুণী

আমিও ।

প্রথম অঙ্ক

কই ? আমি তো কোনো শব্দ পাচ্ছি নে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমি কেবল আমাদের সকলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি ।

অঙ্ক স্থবির

আমার মনে হয় মেয়েদের কথাই ঠিক ।

প্রথম অঙ্ক

আমি কখুনো নক্ষত্রের আওয়াজ শুনি নি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ও তৃতীয় অঙ্ক

আমিও না ।

(একদল নিশাচর পাখী সহসা আকাশ হইতে নামিয়া পল্লবের
স্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

শুন্ছ ? শুন্ছ ? শোনো ! শোনো ! উপরে ওকি বল
দেখি ?শুন্তে পাচ্ছ ?

অঙ্ক স্থবির

আকাশের নীচে দিয়ে অথচ আমাদের মাথার উপর দিয়ে কি
যেন চলে গেল ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমাদের ঠিক উপরের দিকে কি যেন নড়ে বেড়াচ্ছে ; হাত
বাড়ালে কিন্তু নাগাল পাওয়া যাবে না ।

প্রথম অঙ্ক

আমিও শব্দটার ভাব ঠাওরাতে পাচ্ছি নি ; এখন ঠিকানায়
পৌছতে পারলে বাঁচি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমরা এ কোথায় !

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমি দাঁড়িয়ে উঠছিলাম...মাথায় কাঁটাগাছ লাগল; চারিদিকেই কাঁটা.....হাত পা মেলতেও আর সাহস হ'চ্ছে না।

তৃতীয় অঙ্ক

আমরা এ কোথায় !

অন্ধ স্ববির

জানবার জোটি নেই !

ষষ্ঠ অঙ্ক

আশ্রম থেকে খুবই যে দূরে এসে পড়া গেছে তাতে আর ভুল নেই; কোনো আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না।

তৃতীয় অঙ্ক

অনেকক্ষণ থেকে আমি ভিজ্রে পাতার গন্ধ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমাদের মধ্যে কেউ কি দৃষ্টি থাকতে এ দ্বীপ দেখেনি ?
কেউ বলতে পারে না আমরা কোন জায়গায় এলাম ?

অন্ধ স্ববির

আমরা সবাই এখানে আসবার আগেই চোখ হারিয়েছি।

প্রথম অঙ্ক

আমি, দেখা যে কেমন, তাই জানিনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

মিছেমিছি উৎকর্ষ বাড়াবার দরকার নেই; মোহান্ত এখনি

ফিরবেন ; অপেক্ষা করা যাক । ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে আমার ঘরের
বার হচ্ছিনি ।

অন্ধ স্থবির

আমরা একলাও বেরতে পারি নে ।

প্রথম অন্ধ

আমরা বেরুবই না ; না বেরুনই আমার ইচ্ছে ।

দ্বিতীয় অন্ধ

বেরুবার ইচ্ছেও তো আমাদের ছিল না ; বাইরে আসবার
কথা কেউ তাঁকে বলতে যায় নি ।

অন্ধ স্থবির

আজ হ'ল পরবের দিন ; পরবের দিন হ'লেই তো আমরা
বেরুই ।

তৃতীয় অন্ধ

আমি তখন ঘুমুচ্ছি ; তিনি ধাক্কা দিয়ে আমার জাগিয়ে বলেন,
'ওঠ, ওঠ, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, সূর্য উঠেছে !' সূর্য জিনিসটা যে
কী তা' আমি জান্তাম না ; আমি কখনো সূর্য দেখিনি ।

অন্ধ স্থবির

আমি সূর্য দেখেছি ; তখন আমার বয়স খুব অল্প ।

অন্ধ স্থবির

আমি দেখেছি ; সে যুগযুগান্তরের কথা, তখন আমি শিশু—
বলতে গেলে মনেই নেই ।

তৃতীয় অন্ধ

সূর্য উঠলেই তিনি যে কেন আমাদের আশ্রমের বাইরে নিয়ে
আসেন তা বুঝতে পারিনি । এতে ক'রে কি আমাদের মধ্যে

একজনেরও একবিন্দু জ্ঞানবুদ্ধি হ'য়েছে ? আমি তো বুঝতেই পাচ্ছিনে,—এটা দিন হুপুর না হুপুর রাত !

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমি দিন হুপুরে বেরুনোই পছন্দ করি। আমার মনে হয় যেন তারি একটা উজ্জলতাব মাঝখানে এসে পড়েছি ; আর মনে হয়, যেন চোখ দুটো আবার তেমনি ক'রে খুলে যাবে।

তৃতীয় অঙ্ক

আমি আশ্রমে বসে আগুণ পোহানই পছন্দ করি। আজ সকালে মনের সাথে আগুণ পোহানো গেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমরা রোদ পোহাব এঠটেই যদি তাঁর ইচ্ছে ছিল, তা' উঠানে আমাদের বসিয়ে দিলেই হ'ত ; দিব্যি ঘেরা জায়গা ; ছটকে বেরিয়ে পড়বার ভয় নেই ; কবাট বন্ধ ক'রে দিলে আর ভয়টা কিসের ? আমি তো সদাসর্বদা দুয়ার বন্ধ ক'রেই বসে থাকি। তুমি যে বড় আমার কনুয়ে হাত দিলে ?

প্রথম অঙ্ক

আমি কেন হাত দিতে যাব ? আমি তোমায় নাগালই পাই নে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বলছি আমি.....নিশ্চয় কেউ আমার কনুয়ে হাত দিয়েছে।

প্রথম অঙ্ক

আমরা কেউ না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমি আর এখানে থাকতে চাইনে।

অন্ধ স্থবির।

হে ভগবান ! হে ঠাকুর ! বলে দাও আমরা কোথায় ।

প্রথম অন্ধ

আমরা অনন্তকাল এমন অপেক্ষা ক'রে থাকতে পার্ক না ।

(দূরে ঘড়িতে বারটা বাজিল)

অন্ধ স্থবির।

ওঃ ! আমরা আশ্রম থেকে কত দূরেই এসে পড়িছি !

অন্ধ স্থবির

রাত দুপুর !

দ্বিতীয় অন্ধ

বেলা দুপুর ! কেউ কি ঠিক সময় জান ? বল ।

ষষ্ঠ অন্ধ

বলতে পারিনে । আমার মনে হ'চ্ছে আমরা কিসের ছায়াতে
রইছি ।

প্রথম অন্ধ

আমি কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে ; ভারি ঘুমিয়ে পড়া
গিইছিল ।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে ।

সকলে

ক্ষিদেও পেয়েছে, তেষ্ঠাও পেয়েছে ।

দ্বিতীয় অন্ধ

এখানে কি খুব বেশীক্ষণ আসা গেছে ?

অন্ধ হৃবিরা

আমার মনে হয় যেন কত যুগই এখানে বসে আছি।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমি.....জায়গাটা.....প্রায় ঠাউবে ফেলেছি.....

তৃতীয় অঙ্ক

যেদিকে প্রহর বাজল সেই দিকে গেলে হয়।

(নিশাচর পক্ষীর আনন্দ কাকলি করিয়া উঠিল)

প্রথম অঙ্ক

শুনছ ? শুনছ ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

ও আবাব কি গো ? আমবা তবে একলা নেই !

তৃতীয় অঙ্ক

আমার গোড়াতেই সন্দেহ হ'য়েছিল,.....কেউ আড়িপেতে
আমাদের কথাবার্তা শুনছে ! ঠাকুর কি ফিরে এলেন ?

প্রথম অঙ্ক

কি জানি ওকি ! ওই উপর দিকটায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তোমরা কি বল হে ? কিছু শুনলে ? এমন চুপ্‌চাপ্‌ থাক
কেন ?

অন্ধ হৃবিরা

আমরা এখনও শুনছি !

অন্ধ তরুণী

আমি ডানার শব্দ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবিরা

হে ঠাকুর ! হে দয়াময় ! বলে দাও আমরা কোথায় ?

ষষ্ঠ অঙ্ক

জায়গাটা প্রায় ঠাউরে ফেলেছি.....আমাদের আশ্রম হ'চ্ছে মহানদের ওপারে ; আমার বোধ হচ্ছে বুড়ো জাঙ্গালের উপর দিয়ে এপাৰে এসেছি। মোহান্ত আমাদের ঘিপের উত্তর দিক্‌টাতে এনে ফেলেছেন। এ জায়গাটা মহানদ থেকে বোধ হয় খুব বেশী দূর হবে না ; সবাই একটু চুপ্ চাপ্ থাকলে স্রোতের শব্দও শোনা যেতে পারে। ঠাকুর যদি না ফেরেন তবে আমাদের ঐ নদের ধারেই যেতে হ'বে ; ওখানে দিনরাত বড় বড় জাহাজ যাওয়া-আসা করে, মাঝিরা দেখতে পাবে.....আমরা তীরে দাঁড়িয়ে আছি। আবার মনে হ'চ্ছে বাতি-ঘবের কোলে যে বন.....এ সেই জায়গাটা ; এ বনের নিগম আমার জানা নেই ;...তোমরা কেউ আমার সঙ্গে আসবে ?

প্রথম অঙ্ক

বস, বস ; আর একটু দেখ, নদীর পথ আমরা কেউ জানিনে ; তার উপর আশ্রমের চারিদিকেই জলাভূঁই ; আর একটু দেখ, তিনি আসবেন—আসতে হবেই।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আসবার সময় কোন্‌ কোন্‌ পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম, তা' কারো মনে আছে ? তখন কিন্তু মোহান্ত ঠাকুর বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম অঙ্ক

আমি কানই দিইনি।

ষষ্ঠ অঙ্ক

কেউ কান দেয়নি ?

তৃতীয় অঙ্ক

এইবার থেকে তাঁর কথা শুনব ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমাদের মধ্যে কারো কি এ দীপে জন্ম হয়েছে ?

অন্ধ স্থবির

আমরা সবাই বিদেশী ।

অন্ধ স্থবির

আমরা সমুদ্রপারের লোক ।

প্রথম অঙ্ক

আমি ভেবেছিলাম পার হ'বার সময়েই মারা পড়'ব ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমিও । আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছিলাম ।

তৃতীয় অঙ্ক

আমরা তিন জনই এক গায়ের লোক ।

প্রথম অঙ্ক

লোকে বলে, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সে দেশ এখান থেকেও
দেখা যায় ; ঐ উত্তরে ।

তৃতীয় অঙ্ক

আমাদের জাহাজখানা হঠাৎ এই দীপে এসে ঠেকে গেল ;
কাজেই এই খেনেই নামতে হ'ল ।

অন্ধ স্থবির

আমি এসেছি আর এক দেশ থেকে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

কোথেকে ?

অন্ধ স্থবির।

সে দেশের কথা বলতে যাওয়াই মুশ্কিল ;—মনেই পড়ে না, মুখে বলি ঐ পর্য্যন্ত।—কত দিন হ'য়ে গেছে। সেখানে ভারি শীত—এখানকাব চাইতেও বেশী।

অন্ধ তরুণী

আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

প্রথম অন্ধ

সে কোন্ দেশ ?

অন্ধ তরুণী

তা' বলতে পারিনে। কেমন করে বলব ? সে এখান থেকে অনে—ক দূর, সমুদ্র পার। ভারি মত্ত দেশ। ইঙ্গিতে বোঝাতে পারি কিন্তু তোমরাও যে আমারি মতন অন্ধ ! তোমরা যে সে ইঙ্গিত বুঝতে পার্বে না।—আমি অনেক ঘুরেছি ; আমি সূর্য্য দেখেছি ; আগুণ, জল, পাহাড়, চমৎকার চমৎকার ফুল, সুন্দর সুন্দর মুখ,—কত কি দেখেছি। এ দীপে সে রকম কিছু নেই। এ দেশটা ভারি কনকনে, ভারি বিমর্ষ। আমি দৃষ্টি হারিয়ে সব হারিয়েছি। আগে আমি বাপ, মা, ভাই, বোন সকলকে দেখতে পেতাম। তখন আমি এত ছোট যে নিজের দেশের নামটাও জেনে নিতে পারিনি। সমুদ্রের কিনারায় খেলা করে বেড়াতাম। তবু, সে দেশ যে দেখেছি তা' দিব্যি মনে রয়েছে। একদিন পাহাড়ের উপর থেকে বরফের রেখা দেখেছিলাম।—জীবনে কে যে দুর্ভাগা হ'বে তা' আমি তখন থেকেই একটু একটু বুঝতে শিখেছি।

প্রথম অঙ্ক

অর্থীণ ?

অঙ্ক তরুণী

আমি লোকের কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারি। আমি যখন কিছুই ভাবিনে তখনই আমার মনের সকল কথা পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে ওঠে।

প্রথম অঙ্ক

আমার পুরাণ কথা কিছু মনে নেই—আমি—

(দেশান্তরগামী কতকগুলি পাখী কলরব করিতে করিতে

শাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল)

অঙ্ক স্থবির

আবার যেন আকাশে কিসের আনাগোনা টের পাচ্ছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

এ দেশে তুমি কেন এলে ?

অঙ্ক স্থবির

কাকে বলছ ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

ওই মেয়েটিকে।

অঙ্ক তরুণী

লোকের মুখে শুন্তে পেলাম, এই দেশের মোহান্ত ঠাকুর অঙ্ককে দৃষ্টিদান কর্তে পারেন। উনিও আমার বলেছেন যে আবার আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে পাব। একবার চোখের জালিটা কাটলে হয়,—আর এখানে থাকছি নে।

প্রথম অঙ্ক

আমরাও এখান থেকে পালাতে পার্নে বাঁচি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চিরকালই এইখানে থাকতে হ'বে ।

তৃতীয় অঙ্ক

মোহান্ত ঠাকুর যে বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন...উনি আব আমাদের
আবোগ্য ক'বেছেন !...

অঙ্ক তরুণী

আমাব চোখের পাতায় পাতায় জুড়ে গেছে, কিন্তু, চোখের
মণি যে বেশ উজ্জ্বল আছে তা' আমি অনুভবে বুঝতে পারি ।

প্রথম অঙ্ক

আমাব চোখের পাতা খোলা...

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমি চোখ চেয়ে ধুমোই ।

তৃতীয় অঙ্ক

পোড়া চোখের কথায় আব কাজ নেই, দাদা ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তুমি এখানে বেশী দিন আসনি বোধ হ'চ্ছে ।

অঙ্ক স্থবির

একদিন সন্ধ্যা বেলায় ভগবানের নাম করছি, এমন সময়
ত্রীলোকদের দিক থেকে একটা অপরিচিত স্বর শুন্তে পেলাম;
আওয়াজেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার বয়স অল্প; তোমাকে
দেখতে সাধ হ'ল,.....গলার আওয়াজ শুনে.....

প্রথম অঙ্ক

আমি টের পাইনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

মোহান্ত ঠাকুর তো আমাদের কিছুই জানতে ছান না।

ষষ্ঠ অঙ্ক

লোকে বলে তুমি অপূর্ব সুন্দরী.....যেন এ দেশের নও।

অঙ্ক ত্রুণী

আমি নিজেকে কখনো দেখিনি।

অঙ্ক স্থবির

আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাইনি। পরস্পরেব মধ্যে কথাবার্তা চলছে; এক জায়গায় বাস করছি; এক সঙ্গে রইছি;... কিন্তু জানতে পেলাম না আমবা কেমন! হ' হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে আন্দাজে আন্দাজে পরস্পরেব পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু চোখ যা' দূর থেকে জানায় হাত নিকটে থেকেও তাব কাছে এগুতে পারে না...

ষষ্ঠ অঙ্ক

মৌজে বসলে পব আমি তোমাদের ছায়ার মতন দেখতে পাই।

অঙ্ক স্থবির

যে আশ্রমটিতে এতকাল বাস করছি তাও কখনো চক্ষে দেখলাম না! হাঁওড়ে হাঁওড়ে দেওয়াল আর দরজার আন্দাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আশ্রম গৃহের চেহারা যে কেমন তা' মোটেই জানিনে।

অঙ্ক স্থবির

শুনতে পাই ওটা এক প্রাচীন প্রাসাদ, ভারি অন্ধকার, ভারি অরাজকীর্ণ, উপরতলায় মোহান্ত ঠাকুরের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঠাই থেকে মোটে আলোই দেখা যায় না।

প্রথম অঙ্ক

যার 'আখ' নেই তার আলোতেও প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমি আশ্রমের দুয়োব-গোড়ায় ভেড়াগুলোর কাছে কাছে থাকি; সন্ধ্যা হ'লে ভেড়াগুলো মোহান্তের ঘরে আলো দেখতে পেয়ে আশ্রমে ঢুকে পড়ে --আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই। ভেড়াগুলোর একদিনের জন্তেও ভুল হয় না, —আমারকৈও ভুলতে হয় না।

অন্ধ স্থবির

কত বৎসব ধবে এক সঙ্গে বাস ক'ছি তবুও পরস্পরের মুখ দেখতে পেলাম না; মনে হয়, যেন একলা রইছি,...ভালবাস্তে গেলে দেখাটা আগে...

অন্ধ স্থবিবা

স্বপ্নের অবস্থায় মনে হয় যেন আবার আমি দৃষ্টি ফিরে পেইছি।

অন্ধ স্থবির

আমি কেবল স্বপ্নেই দেখতে পাই।

প্রথম অঙ্ক

আমি সাধারণতঃ দুপুর রাতে স্বপ্ন দেখি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

হাত পা অসাড় হ'য়ে গেলে লোকে কি বকম স্বপ্ন দেখে ?

(ছর্যোগের হাওয়ায় বিবশভাবে একরাশ

পল্লব স্থলিত হইয়া পড়িল)

পঞ্চম অঙ্ক

কে আমার গায়ে হাত দিলে ?

প্রথম অঙ্ক

কি বেন বরছে ।

অঙ্ক স্থবির

উপর থেকে পড়ছে,.....কি পড়ছে তা বলা যায় না ।

পঞ্চম অঙ্ক

আমাব হাত ছুঁলে কে ? আমি ঘুমুচ্ছিলাম,....একটু ঘুমুতে
দাও না বাপু ।

অঙ্ক স্থবির

কেউ তোমায় ছোঁয়নি ।

পঞ্চম অঙ্ক

কে আমার ছুঁলে ? জোরে জবাব দাও, আমি কানে ভাল
শুনতে পাইনে ।

অঙ্ক স্থবির

নিজেরাই জানিনে তার আবার জবাব !

পঞ্চম অঙ্ক

আমাদের সতর্ক ক'রে গেল ?

প্রথম অঙ্ক

মিছে উত্তর দেওয়া, ও শুনতেই পায় না ।

তৃতীয় অঙ্ক

যারা শুনতে পায় না তারা কী হুঁতগা ।

অঙ্ক স্থবির

আর তো বসে থাকা যায় না ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

এক জায়গায় আর ভাল লাগছে না ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা ভারি তফাৎ তফাৎ রয়েছি ;
একটু কাছাকাছি বস। যাক, ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হয়েছে ।

তৃতীয় অঙ্ক

আমার দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না, যেখানে থাকা গেছে সেইখানে
থাকাই ভাল ।

অঙ্ক স্থবির

তা'ছাড়া আমাদের পরস্পরের মাঝখানে কত কি থাকতে
পারে,.....কিছুই তো বলা যায় না ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমাব বোধ হ'চ্ছে আমাব হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে ; দাঁড়িয়ে
উঠতে গিয়েই এই হ'য়েছে ।

তৃতীয় অঙ্ক

বুঝেছি, তুমি আমার দিকটায় ঝুঁকে রয়েছ,.....আমি
শুনতে পাচ্ছি ।

(উন্মাদগ্রস্ত অঙ্ক জীলোকট দুই হাতে সজোরে চোপ্

রগড়াইতে রগড়াইতে বারম্বার নিস্পন্দ

মোহান্তের দিকে ফিরিতে লাগিল এবং

মধ্যে মধ্যে অশ্রুট স্বরে কাঁদিতে

লাগিল)

প্রথম অঙ্ক

আমি আর এক রকম শব্দ পাচ্ছি ।

অন্ধ স্থবিবা

পাগলি বোধ হয় চোখ বগ ডাচ্ছে ।

দ্বিতীয় অন্ধ

ও সর্বদাই অম্মি কবে ; আমি বোজ বাড়ে শুনি ।

তৃতীয় অন্ধ

ও বদ্ধপাগল ; একদম কথাই কয় না ।

অন্ধ স্থবিবা

ছেলেটি কোলে হ'য়ে পর্যাস্ত ও আব কথা কয় না ; সর্বদাই
কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে ।

অন্ধ স্থবিব

তোমাব 'ভয় ভয়' কবে ন' ?

প্রথম অন্ধ

কাকে বলছ ?

অন্ধ স্থবিব

বিশেষ ক'বে কাউকেই নয় , সকলকেই জিজ্ঞাসা করছি ।

অন্ধ স্থবিবা

হাঁ, খুব,ভয় ভয় কবে বই কি ।

অন্ধ তরুণী

অনেক দিন থেকে আমাব এম্মি ধাবা ভয় কবে ।

প্রথম অন্ধ

ও কথা জিজ্ঞাসা করলে' যে ?

অন্ধ স্থবিব

কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম তা' ঠিক বলতে পারিনে, ...একটা

কি যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না.....আমার মনে হ'ল কে যেন
হঠাৎ কেঁদে উঠল।

প্রথম অঙ্ক

ভয় পেয়ে লাভ নেই, আমার বোধ হয় ও পাগ্লি কাজ।

অঙ্ক স্থবির

উহঁ, তা' নয়, তা' নয় ; আরো কি একটা কাণ্ড ঘটেছে, শুধু
কান্নার শব্দে আমি ভয় পাইনি।

অঙ্ক স্থবির

ছেলেকে হুধ খাওয়াবার সময় হ'লেই ও অমনি রোজ কাঁদে।

প্রথম অঙ্ক

ওরকম ক'রে কেবল ওই কাঁদে।

অঙ্ক স্থবিবা

শুনতে পাই, ও নাকি মাঝে মাঝে দেখতে পায়।

প্রথম অঙ্ক

চোখ থেকে যখন জল পড়ে তার কিত্ত শব্দ শুনতে পাওয়া
যায় না।

অঙ্ক স্থবির

যে দেখতে পায় তার কান্নাই কান্না.....

অঙ্ক তরুণী

আমি যেন ফুলের গন্ধ পাচ্ছি !.....

প্রথম অঙ্ক

আমি কেবল ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি।

অঙ্ক তরুণী

ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে, খুব কাছেই ফুটেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমি ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির

পেইছি, ফুলের গন্ধ পেইছি ; এইবার যে বাতাসটা এল সেই বাতাসে পেইছি।

তৃতীয় অঙ্ক

কই ? আমি তো কেবল ধূলাব গন্ধই পাচ্ছি।

অন্ধ স্থবির

আমার বোধ হয় মেয়েদের কথাই ঠিক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

কই ? কোন্ দিকে ? আমি গিয়ে তুলে আনছি।

অন্ধ তরুণী

তোমার ডাইনে,—দাঁড়াও,—ওঠ !

(ষষ্ঠ অন্ধ সম্ভরণে উঠিয়া, পদে পদে হোঁচট খাইতে

খাইতে, রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডগুলি মাড়াইয়া চলিল)

অন্ধ তরুণী

থামো ! থামো ! তুমি সব মাড়িয়ে নষ্ট কল্লে, দেখছি ; কচি ডাঁটাগুলো মচ্‌মচিয়ে ভেঙে খেঁতো হ'য়ে যাচ্ছে, আমি শুন্তে পাচ্ছি।

প্রথম অঙ্ক

ফুল গেল তো বয়েই গেল ; এখন ফেরবার উপায় ঠাওরাও।

ষষ্ঠ অন্ধ

পিছু হটতে সাহস হ'চ্ছে না।

অন্ধ তরুণী

হটতে হ'বে না, দাঁড়াও ! (দাঁড়াইয়া) ওঃ মাটি কনকন্ কচ্ছে !
জমে যাবার জোঁগাড় !

(স্বচ্ছন্দগতিতে একেবারে ক্লশপাখুব রঙ্গমল্লী-গন্ধার দিকে যাইতে
গিয়া ভূতলশায়ী বক্ষে হোঁচট লাগিল)

এই ! এই দিকে !—আমি নাগাল পাচ্ছিনে,—তোমার খুব
কাছে ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বোধ হয় আমি তা'ই তুলেছি !

(অবশিষ্ট পুষ্পদণ্ড হইতে কয়েকটি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তরুণীকে
দিল । নিশাচর পাখীব দল উড়িয়া গেল)

অন্ধ তরুণী

আমার বোধ হ'চ্ছে এ ফুল আমি আগে দেখেছিলাম ; নাম
মনে পড়ছে না ।—এ ফুল ক'টা কেমন যেন বোঁগা-বোঁগা, বোঁটা-
গুলো বোঁয়া'ব মত সরু ; চিনে ওঠা ভার ; বোধ হয় এ ঝাণানের
ফুল ।

(ফুলগুলি একে একে চুলে পরিতে লাগিল)

অন্ধ স্ববির

আমি তোমাব চুলের আওয়াজ পাচ্ছি ;.....হাওয়ার মতন ।

অন্ধ তরুণী

চুলের নয়, ফুলের ।

অন্ধ স্ববির

তোমার দেখবার জো নেই ।.....

অন্ধ তরুণী

নিজেরই নিজেকে দেখবার জো নেই ;.....জমে গেলাম ।
(এই সময়ে বনে বাতাস উঠিল এবং তীরের পাহাড়গুলির উপর
সজোরে ঢেউ আছড়াইতে লাগিল)

প্রথম অঙ্ক

মেঘ ডাকছে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বোধ হয় ঝড় উঠল ।

অন্ধ স্থবির

আমার বোধ হচ্ছে ঢেউয়ের শব্দ ।

তৃতীয় অঙ্ক

ঢেউয়ের শব্দ ? সাগরের শব্দ ? এ যে ছ'পা আগে !— একে-
বারে আমাদের কাছেই ! আমি আমার চারদিকেই ওই রকম
শব্দ পাচ্ছি । ও নিশ্চয় আর কিছু ।

তরুণী

আমি যেন পা'য়ের গোড়ায় ঢেউয়ের শব্দ পাচ্ছি ।

প্রথম অঙ্ক

আমার বোধ হয় বাতাসে ঝরা পাতা ঘুরছে ।

অন্ধ স্থবির

আমার বোধ হয় মেয়েদের কথাই ঠিক ।

তৃতীয় অঙ্ক

এই দিকে আসচে !

প্রথম অঙ্ক

আচ্ছা, বাতাস কোথেকে আসে ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

সাগর থেকে ।

অন্ধ স্থবির

বরাবরই সাগর থেকে আসে ; সাগর আমাদের চতুর্দিক ঘিরে
আছে ; অল্প কোথাও থেকে তো আসবার জো নেই !

প্রথম অঙ্ক

ও সাগরের ভাবনা ভেবে আর কাজ নেই ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

না ভেবে চলে কই ? ঘনিয়ে আসছে যে !

প্রথম অঙ্ক

ও যে সাগরই—তা' তুমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পার না ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ঢেউয়ের শব্দ এত কাছে, যে, জলে হাত ডুবানো যাবে বলে
মনে হচ্ছে ; আর এখানে থাকি নয় ; এক মুহূর্তে আমাদের ঘিরে
ফেলতে পারে ।

অন্ধ স্থবির

যাবে কোথায় বাপু ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

তা' জানিনে ! যে দিকে হ'ক ! ও জলের শব্দ আর শুন্তে
পারি না । চল ! চল !

তৃতীয় অঙ্ক

আমি আর এক রকম শব্দ পাচ্ছি, ওই !

(দূরে শুষ্কপত্রের উপর দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল)

প্রথম অঙ্ক

কি একটা এই দিকে আসছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ঠাকুর আসছেন,—ঠাকুর আসছেন,—তিনিই ফিরে আসছেন।

তৃতীয় অঙ্ক

তিনিই আসছেন,—ছোট্ট ছেলেব মতন থুপুস্ থুপুস্ ক'রে
ছুটতে ছুটতে আসছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আজকে আর কোনো কথা তোলা হ'বে না।

অঙ্ক স্থবির

ও তো মানুষের পায়ের শব্দ বলে মনে নিচ্ছে না।

(একটা প্রকাণ্ড কুকুর বনে প্রবেশ করিয়া উহাদের সম্মুখ দিয়া
চলিল। সকলে নীরব)

প্রথম অঙ্ক

কে যায় ? ওগো কে তুমি ? অঙ্কজনে দয়া কর ! অনেকক্ষণ
থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি।

(কুকুরটা ফিরিয়া প্রথম অঙ্কের দুই হাঁটুর উপর দুই
থাবা রাখিয়া দাঁড়াইল)

আঃ ! আঃ ! আমার হাঁটুর উপর এ কী দিলে ? এটা কী ?
জানোয়ার নাকি ? কুকুর বুঝি ? ও-ও ! সেই কুকুরটা, অন্ধাশ্রমের
কুকুরটা ! আয় ! এই দিকে আয় !—আমাদের নিরে যেতে
এসেছে। আয় ! এ দিকে আয় !

সকলে

এদিকে আয় ! এদিকে আয় !

প্রথম অঙ্ক

আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে, পারের চিহ্ন ধরে এসেছে !
এমনি ক'রে হাতখান্ চাটছে যেন একশো বছর আমার দেখনি ।
আহ্লাদের ডাকবার ভঙ্গী দেখ ! আহ্লাদে খুন ! শোনো একবার !
শোনো একবার !

সকলে

আয় ! আয় ! আয় !

অন্ধ স্রবির

ও বোধ হয় কারু আগে আগে দৌড়ে এসে থাকবে ।

প্রথম অঙ্ক

না—না, একলা ; আব কেউ থাকলে সাড়া পাওয়া যেত ;
অথ পাণ্ডায় আর দরকাবও নেই, পাণ্ডাগিরিতে কুকুরের কাছে
মানুষ-পাণ্ডাদেরও হার মানতে হয় । যেখানে যেতে চাও, ঠিক
নিয়ে যাবে । ও আমাদের কথা শোনে ।

অন্ধ স্রবির

ওর সঙ্গে যেতে আমাব কিছু সাহস হয় না ।

অন্ধ ভরুণী

আমারও না ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমরা জীলোকের কথা কানে তুলছি।

তৃতীয় অঙ্ক

আমার বোধ হয় আকাশে কি একটা পরিবর্তন ঘটেছে, আর
তেমন হাঁক লাগছে না. বাতাসও বেশ পরিষ্কার বোধ হচ্ছে ।

অন্ধ স্ববির

ও ডাঙ্গা-মুখো হাওয়া, সাগর থেকে আসছে।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বোধ হয় ফসাঁ হ'ল, সূর্য্য উঠবে।

অন্ধ স্ববির

আমার মনে হচ্ছে, সব যেন আবো জুড়িয়ে যাচ্ছে ; একেবারে
জমে যাবার জো।

প্রথম অঙ্ক

রাস্তা ঠিক ঠাওবাব। আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আহ্লাদে
মেতে উঠেছে, আব ধবে রাখতে পাচ্ছিনে ; এস, এস, আমার
পিছনে পিছনে সব এস। আমরা আশ্রমে ফিবছি.....
বাড়ী ফিরছি।

(কুকুবটা প্রথম অঙ্কে টানিতে টানিতে মোহান্তেব
নিশ্চল দেহেব নিকট গিয়া পাড়াইল)

সকলে

কই তুমি ? কই হে ! কোন্ দিকে যাচ্ছ ? সাবধান !

প্রথম অঙ্ক

রও ! রও ! অসতে হবে না ! আমি ফিরছি,—কুকুবটা হঠাৎ
পাড়িয়ে পড়েছে। একি ? এঃ। এঃ। কি-একটা ঠাণ্ডা-মতন
হাতে ঠেকলো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

কি বলছ ? তোমার আওয়াজ আর কানে পৌছয় না যে।

প্রথম অঙ্ক

আমি.....বোধ হ'চ্ছে আমি কার একথানা মুখের উপর হাত দিচ্ছি।

তৃতীয় অঙ্ক

বলছি কি? ক্রমে তোমায় বুঝে ওঠাই যে মুঞ্চিল হয়ে পড়ল দেখছি। তোমার হ'য়েছে কি? তুমি কোন্ দিকে? এরি মধ্যে এত তফাৎ হ'য়ে পড়লে নাকি?

প্রথম অঙ্ক

ওঃ! ওঃ! ওঃ! আমি কিছু বঝতে পাচ্ছিনি!—আমাদের মাঝখানে এ যে মরা মানুষ!

সকলে

এখানে মরা মানুষ? তুমি কই? তুমি কই?

প্রথম অঙ্ক

সত্যি বলছি...মরা মানুষ! ওঃ! ওঃ! আমি মড়ার মুখে হাত দিইছি!...আমরা মরার কাছ বসে আছি। আমাদের মধ্যেই নিশ্চয় কেউ হঠাৎ মারা পড়েছে। আচ্ছা কথা কও, কে কে বেঁচে আছে দেখা যাক! তোমবা কই? সাড়া দাও, সবাই মিলে সাড়া দাও।

(উদ্গাদগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি এবং বধির লোকটি ভিন্ন সকলে সাড়া

দিল; বুদ্ধা তিনজন নাম জপ বন্ধ করিল।)

প্রথম অঙ্ক

আমি আর গলার আওয়াজে কাউকে চিন্তে পাচ্ছিনে; সব্বারি স্বর এক রকম ঠেংছে..... সব্ব কাঁপছে।

তৃতীয় অঙ্ক

ছজনেব সাড়া পাওয়া যায়নি,.....তারা কোথায় ?
(লাঠি বাড়াইয়া দেখিতে গিয়া উহা পঞ্চম অঙ্কের গায়ে লাগিল)

পঞ্চম অঙ্ক

আঃ ! আমি ঘুমুচ্ছিলাম,.....একটু ঘুমুতে দাও না, বাপু !

ষষ্ঠ অঙ্ক

এও নয় ; তবে কে ? পাগলি ?

অঙ্ক স্থবির

পাগলি আমার পাশে, সে বেঁচে আছে,....আমি শুন্তে পাচ্ছি ।

প্রথম অঙ্ক

আমাব বোধ হয়.....আমার বোধ হয় এ মোহান্ত ঠাকুর
.....দাঁড়িয়ে রয়েছেন ! এস ! এস !

দ্বিতীয় অঙ্ক

দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?

তৃতীয় অঙ্ক

তা হ'লে বেঁচে আছেন ।

অঙ্ক স্থবির

কই তিনি ?

ষষ্ঠ অঙ্ক

এস, দেখিগে, এস !.....

(সকলে আন্দাজে মৃতের দিকে চলিল ; উন্মাদগ্রস্ত জীলোকটি
এবং অঙ্কবধির পুরুষটি গেল না)

দ্বিতীয় অঙ্ক

কই তিনি ? এইখানে ? ঠিক তিনিই ত ?

তৃতীয় অঙ্ক

হাঁ, হাঁ, আমি চিনেছি।

প্রথম অঙ্ক

হে ঠাকুর ! হে দয়াময় ! আমাদের কী উপায় হবে।

অঙ্ক স্থবির

বাবাঠাকুর ! বাবাঠাকুর ! এ কি তুমি ? কি হ'ল ? কেমন ক'রে এমন হল ? বল, বল, সাড়া দাও !...আমরা যে সবাই মিলে তোমার কাছে এসেছি, ওঃ ! ওঃ ! ওঃ !

অঙ্ক স্থবির

একটু জলের জোগাড় দেও, দেখি ! হয় তো এখনো বেঁচে আছেন.....

দ্বিতীয় অঙ্ক

আচ্ছা, বেয়ে ছেয়ে দেখা যাক না.....চাই কি, চেতন হ'লে আমাদের পথ দেখিয়ে আবার আশ্রমে নিয়ে যেতেও তো পারেন।

তৃতীয় অঙ্ক

বৃথা চেষ্টা ; বুকে কোনো শব্দই পাচ্ছিনি, সব ঠাণ্ডা.....

প্রথম অঙ্ক

মারা গেলেন.....কিছু বলে যেতে পারেন না !

তৃতীয় অঙ্ক

আমাদের আগে থেকে সতর্ক ক'বে দেওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ওঃ কি বুড়োই হ'য়েছিলেন.....এইবার নিয়ে তাঁর মূখে মোট ছ'বার আমি হাত দিলাম।

তৃতীয় অঙ্ক

(শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে) আমাদের চেয়ে অনেক লম্বা ছিলেন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চোখু খোলা রয়েছে, হাত জোড় ক'রে মরে রয়েছেন ।

প্রথম অঙ্ক

মারা গেলেন,..... শুধু শুধু মারা গেলেন.....

তৃতীয় অঙ্ক

দাঁড়িয়ে নয় তো..... পাথরের উপর বসে.....

অঙ্ক স্থবির

জগদীশ্বর ! বুঝতে পারিনি..... সব কথা ভাল টেরও পাই নি,..... কতদিন থেকেই তো ভুগ্ছিলেন..... না জানি আজ কতই যন্ত্রণা হ'য়েছিল ! ওঃ ! ওঃ ! ওঃ ! একদিনের জন্তেও জানতে দেননি ; হাত ধর্লে ব্যথা পেতেন..... এখন মনে হ'চ্ছে, সব সময়ে মানুষ বুঝতে পারে না..... মোটেই পারে না ; এস, কাছে এস, এইখানে বসে সকলে মিলে নাম শোনাও ।

(স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ঘিরিয়া শ্রাহকার করিতে লাগিল)

প্রথম অঙ্ক

আমি বসতে পার্ক না.....

দ্বিতীয় অঙ্ক

কিসের উপর যে বসছি তার ঠিক নেই.....

তৃতীয় অঙ্ক

অসুখ হয়েছিল..... তা' আমাদের তো বলেন নি.....

দ্বিতীয় অঙ্ক

আজ এখানে আনন্দের সময় আস্তে আস্তে কি যেন বলছিলেন, বোধ হয়, ওই অল্পবয়সী মেয়েটির সঙ্গে কথা কইছিলেন; কি বলছিলেন গো ?

প্রথম অঙ্ক

ও তা' বলবে না ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তুমিও আর আমাদের কথায় জবাব দেবে না ? কই তুমি ? কথা কও ।

অঙ্ক স্থবিবা

তোমবা ঠাকুবকে বড় যরণা দিয়েছ,.....মেরে ফেলেছ,তোমবা তাঁর কথা শোননি, এগুতে চাওনি, তাঁর অমতে পথে বসে গেতে চেয়েছ, দিনরাত বিরক্ত কবেছ, আমি কতবার তাঁর নিখাস পড়তে শুনেছি, মনে যেন আর শক্তি ছিল না ।

তৃতীয় অঙ্ক

তাঁর অস্থখ ছিল ? তুমি জানতে ?

অঙ্ক স্থবিব

আমবা কিছুই জানতে পারিনি, আমবা তাঁকে চক্ষেও দেখিনি ! আমাদের এই নির্জীব, নিস্তেজ, নিঃসহায় চোখের সমুখ দিয়ে কী যে ঘটনা ঘটেছে, তা' কি কোনো দিন আমরা জানতে পেরেছি ? তিনিও কিছুই বলেন নি.....এখন আর ফেরাবা নয় । আমি তিনজনেব মৃত্যু দেখলাম,.....কিন্তু এমন দেখিনি.....এবার আমাদের পালা ।

প্রথম অঙ্ক

তাকে কষ্ট.....আমি বাপু দিইনি,.....আমি কখনো কিছু বলিনি.....

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমিও না ; ঠাকুর যা বলেছেন বিনা ওজরে তাই করছি...

তৃতীয় অঙ্ক

তিনি ঐ পাগলিটার জন্তে জল আনতে যাচ্ছিলেন...যেতে যেতে মারা গেছেন ।

প্রথম অঙ্ক

এখন কি করা যায় ? আমবা যাই কোথা ?

তৃতীয় অঙ্ক

কুকুৰটা কই ?

প্রথম অঙ্ক

এই যে ; ও ঠাকুরের মৃতদেহ ছেড়ে নড়তে চাইছে না ।

তৃতীয় অঙ্ক

টেনে তফাৎ কবে ফেল ! তাড়িয়ে দাও ! তাড়িয়ে দাও !

প্রথম অঙ্ক

ও মড়া ছেড়ে নড়ছে না ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

' আমরা মড়া কোলে করে কতক্ষণ বসে থাকুব ? এই অন্ধকারে এমনি ক'রে মরব না কি ?

তৃতীয় অঙ্ক

ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বস ; সর না, নড় না ; হাত ধর, হাত ধর ;
সবাই মিলে এই পাথরখানার উপর বসা যাক্.....কই আর সব
কই ? এইখানে এস !...এস ! এস !

অন্ধ স্থবির

তুমি কোনখানে ?

তৃতীয় অঙ্ক

এই যে, এই দিকে । আমবা সবাই এসেছি তো ? আরো
কাছে এস ! তোমার হাত কই ? ইস...ভারি ঠাণ্ডা যে !

অন্ধ তরুণী

ওঃ ! তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা !

তৃতীয় অঙ্ক

তুমি কচ্ছ কি ?

অন্ধ তরুণী

আমি চোখ কচুলাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল, বুঝি আবার দেখতে
পাব.....

প্রথম অঙ্ক

কাঁদে কে ?

অন্ধ স্থবির

পাগলি ফোঁপাচ্ছে !

প্রথম অঙ্ক

অথচ কোনো খবরই সে রাখে না !

অন্ধ স্থবির

এইখানেই আমাদের মৃত্যু আছে দেখছি.....

অন্ধ স্থবির

কেউ-না-কেউ আসতেও পারে.....

অন্ধ স্থবির

আর কে আসবে ? কে আসা সম্ভব ?

অন্ধ স্থবির

তা' কি জানি.....

প্রথম অন্ধ

ভৈরবীরা এলেও আসতে পাবেন—

অন্ধ স্থবির

সন্ধ্যার পর তাঁরা তো আশ্রমেব বা'র হ'ন না ।

অন্ধ তরুণী

তাঁরা মোটেই বেবোন্ না ।

দ্বিতীয় অন্ধ

হয় তো বাতিঘরের লোকজন আমাদের দেখতে পাবে ।

অন্ধ স্থবির

তাঁরা নীচে নামে না ।

তৃতীয় অন্ধ

আমাদের সবাইকে দেখতে তো পেতে পারে.....

অন্ধ স্থবির

সমুদ্রের দিকেই সর্বদা তাদের নজর ।

তৃতীয় অন্ধ

কি শীত !

অন্ধ স্থবির।

ঝরা পাতার মধ্যে মর্শ্ব শব্দ শুন্ছ...আমার বোধ হয় সব জমে
যাচ্ছে।

অন্ধ তরুণী

ইস্! মাটি কি কঠিন!

তৃতীয় অন্ধ

আমার বা দিক থেকে একটা শব্দ পাচ্ছি...কিন্তু কিছুই
ঠাওরাতে পাচ্চিনে।

অন্ধ স্থবির

ও সাগরের ঢেউ, পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ে' গৌঁ গৌঁ
কচ্ছে'।

তৃতীয় অন্ধ

আমি বলি—মেয়েরা।

অন্ধ স্থবির

ঢেউয়েব ঘায়ে বরফ ভাঙার শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ

এত কাঁপছে কে হে? পাথরখানা স্ক্রু কাঁপিয়ে তুলেছে যে?
সঙ্গে সঙ্গে আমবাও দিবিা হুল্ছি!

দ্বিতীয় অন্ধ

হাতের মুঠো আব খোলা যাচ্ছে না!

অন্ধ স্থবির

একটা শব্দ পাচ্ছি,...কিন্তু কিছু বুঝতে পাচ্চিনে।

প্রথম অঙ্ক

কে এত কাঁপে হে? পাথরখানা শুদ্ধ যে ঠক্ ঠক্ ক'বে
নড়ছে।

অঙ্ক স্থবিব

বোধ হচ্ছে মেয়েদেব মধ্যে কেউ।

অঙ্ক স্থবিবা

বোধ হয় আমাদের পাগলি সব চেয়ে বেশী কাঁপছে।

তৃতীয় অঙ্ক

ওব ছেলের তো কোনো সাদা পাচ্চিনে।

অঙ্ক স্থবিবা

বোধ হয় স্তন্যপান কচ্ছে।

অঙ্ক স্থবিব

আমবা যে কেমন ঠায়ে বঠাচ্ছ, তা' কেবল ওই ছেলেটিই দেখতে
পায়।

প্রথম অঙ্ক

‘আমি উত্তুবে হাওয়াব শব্দ পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অঙ্ক

আমাব বোধ হয় আব নক্ষত্র নেই।.....এখনি বরফ পড়তে
শুরু হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তবেই গিঠিছি।

তৃতীয় অঙ্ক

যদি আমাদের মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে,...তাকে আগিয়ে দেওয়া
চাই।

অন্ধ স্থবির

এখনি আমার গা ঘুস ঘুস্ কর্ছে.....

(উদ্দাম বাতাসে ঝঝা পাতাগুলি ঘুরিতে লাগিল)

অন্ধ তরুণী

পাতার মর্দব শব্দ শুন্ছ ? আমার বোধ হ'চ্ছে কেউ আমাদের
দিকেই আসছে ।

দ্বিতীয় অন্ধ

ও বাতাস ; ওই !

তৃতীয় অন্ধ

আর কেউ আসছে না ।

অন্ধ স্থবির

ভাবি শীতের দিন আসছে.....

অন্ধ তরুণী

দূবে কাব পায়ের শব্দ পাচ্ছি ।

প্রথম অন্ধ

আমি শুকনো পাতার আওয়াজ পাচ্ছি ।

অন্ধ তরুণী

এখান থেকে অনেক দূবে কে যেন চলে বেড়াচ্ছে ।

দ্বিতীয় অন্ধ

আমি কেবল বাতাসের সাড়া পাচ্ছি ।

অন্ধ তরুণী

আমি বলছি...নিশ্চয়ই কেউ আসছে.....

অন্ধ স্থবির

খুব আস্তে আস্তে আসছে, .. হুঁ আমিও শুনতে পাচ্ছি ।

অন্ধ স্ববির

আমার মনে নিচ্ছে,—মেয়েদের কথাই ঠিক !

(ফুলকি-বরফ ও পাপড়ি-বরফ ঝরিতে লাগিল)

প্রথম অন্ধ

উঃ ! আমার হাতের উপর...কনকনে ঠাণ্ডা...এ আবার
কি পড়তে লাগল ?

ষষ্ঠ অন্ধ

বরফ পড়ছে ।

প্রথম অন্ধ

একটু ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসা যাক ।

অন্ধ তরুণী

ওই শোনো.....পায়ের শব্দ ।

অন্ধ স্ববির

দোহাই ! একবার চুপ্ কর না বাপু !

অন্ধ তরুণী

কাছে আসছে ! খুব কাছে আসছে, ওই !

(অন্ধকারে পাগ্লির ছেলোট কাঁদিতে আরম্ভ করিল)

অন্ধ স্ববির

ছেলে কাঁদছে ।

অন্ধ তরুণী

ও দেখতে পার ! দেখতে পার ! কাঁদছে, নিশ্চয় কিছু
দেখতে পেয়ে কাঁদছে ।

(ছেলেটিকে পাগ্লির কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া, যদিকে
 পদশব্দের মত শব্দ শোনা যাইতেছিল সেইদিকে
 অগ্রসর হইতে লাগিল । অতীত
 জীলোকেরা সোধেগে তাহাকে
 ঘিরিয়া চলিল)

আমি যাচ্ছি !.....

অন্ধ স্থবির

সাবধান !

অন্ধ তরুণী

আঃ ! ভারি কঁাদতে লাগল ! কি ? কি ? কাদিস্ নে...
 ভয় কি ? কোনো ভয় নেই, এই যে আমরা ;.....কি দেখতে
 পাচ্ছি ? ভয় নেই ! কেঁদনা ! কি দেখতে পাচ্ছ ?.....
 বল, কি দেখতে পাচ্ছ ?

অন্ধ স্থবির

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, ওই শোনো ! ওই !

অন্ধ স্থবির

আমি ঝরা পাতার উপর যেন আঁচলের থস্ থস্ শব্দ পাচ্ছি ।

বৃষ্ট অন্ধ

জীলোক নাকি ?

অন্ধ স্থবির

পায়ের শব্দ তো ?

প্রথম অন্ধ

হয় তো সাগরের ঢেউ...কোনো পাতার উপর পড়ে থড় থড়
 শব্দ হচ্ছে ।

অন্ধ তরুণী

না, না ! পায়ের শব্দই ! পায়ের শব্দই !

অন্ধ হৃবিরা

এখনি জানা যাবে ; কান পেতে থাক ! কান পেতে থাক !

অন্ধ তরুণী

শুনছি, শুনছি,...খুব কাছে বোধ হচ্ছে ; পাশে বসেই হয় !
ওই ! ওই !.....কি দেখছিলাম.....কি দেখতে পাচ্ছিলাম ?

অন্ধ হৃবিরা

কোন দিকে তাকাচ্ছে ?

অন্ধ তরুণী

যেদিক থেকে পায়ের শব্দ শুনছি ; সেইদিকটাতেই কেবল
ঘাড় ফেরাচ্ছে ! কেবল ঘাড় ফেরাচ্ছে ! দেখ ! দেখ ! আমি ওর
মুখখানা অন্ধ দিকে ফিরিয়ে দিলাম, ও আবার দেখবার
জন্তে তখনি মাথা ঘুরিয়ে নিলে ! ও দেখতে পায় ! দেখতে পায় !
নিশ্চয় একটা নতুন কি দেখেছে !

অন্ধ হৃবিরা

উচু ক'রে ধর, আমাদের চেয়ে উচু ক'রে ধর, ভাল ক'রে
দেখুক !

অন্ধ তরুণী

সরে যাও ! সরে যাও !

(ছেলেটিকে অন্ধদের মাথার উপর যথাসাধ্য উঠে ধরিল)

পায়ের শব্দ...আমাদেরই মাথানটাতে এসে...মিলিয়ে গেল !.....

অন্ধ হৃবিরা

এই যে ! এই যে ! এই আমাদের মাথানানে ।

অন্ধ তরুণী

কে তুমি ? কে ?

(কেহ সাড়া দিল না)

অন্ধ স্ববির।

দয়া কর গো । অন্ধজনে দয়া কর ।

(নিস্তব্ধতার মধ্যে ছেলোট ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল)

যবনিকা

निदिध्यासन

পাত্র ও পাত্রী

কর্তା

গৃহিণী

ভৃত্য

নিদিষ্ট্যাসন



প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

কর্তা

ওহানা সান্ চিঠি লিখেছে, সে আমার আসার আশায় পথ
'চেয়ে থাকবে; আজ সন্ধ্যাবেলায় যেমন ক'রে হোক দেখা করতে
হ'বে। সেই ন'গাঁওয়ে চায়ের দোকানে আলাপ, বেচারী দেখছি
আমায় ভুলতে পারেনি। সন্ধান নিয়ে নিয়ে এতদূর পর্য্যন্ত
এসেছে; এসে এখন সহরতলীতে বাসা নিয়ে আছে। কিন্তু
যাইই বা কি ক'রে? আমার খ্যাকশেয়ালিক্রপিনী অর্দ্ধাদিনীটির
ভারি কড়া পাহারা; ঘাঁটি এড়িয়ে যাওয়া যায় কেমন ক'রে?
কী বলা যায় ওকে? কিছু একটা মৎলব আঁটতে হ'ল দেখছি!
হঁ, আচ্ছা; একবার ডাকি এই দিকে। ওগো! ওগো! ওনুহ?
ওগো!

গৃহিণী

(নেপথ্যে) কি ভাগি ! হঠাৎ আমার যে বড় ডাকা হচ্ছে ?

কর্তা

হঁ, একবার এই দিকে এস ।

গৃহিণী

(প্রবেশ করিয়া) হজুরের যে হুকুম !

কর্তা

দেখ, তোমায় ডাকছিলুম ; কেন তা' জান ? এই—ক'দিন থেকে আমি ক্রমাগত হুঃস্বপ্ন দেখছি,—তাই—

গৃহিণী

হুঃস্বপ্ন ? হজমের গোলমাল হলেই অমন হয় ; তা' ও-সব তুমি রাত্তির দিন অত ভেব না ।

কর্তা

যা' বলে । বেশীর ভাগ স্বপ্ন হজমের গোল থেকেই জন্মায় ; কিন্তু আমি যে রকম স্বপ্ন দেখি সে হজমী গুলিতে সারবার নয় ; আমার ক্রমেই যেন মন টন সব দমে যাচ্ছে । দিন কতক কোনো তীর্থে গিয়ে থাকুব মনে করছি, দেবতাদের পূজো টুজো দিয়ে দেখা যাক !

গৃহিণী

তা' কোথায় যাবে ?

কর্তা

প্রথমে ভেবেছি, সহরে যত দেবতার স্থান, সাধুর আশ্তানা আছে—সব জায়গায় পূজো দিয়ে, তারপর দেশে যত মঠ মন্দির আছে সমস্ত পারে হেঁটে প্রদাক্ষিণ্য ক'রে আসব ।

গৃহিণী

না, না, না,—সে হ'বে না ; বাড়ী ছেড়ে তোমার কোথাও
থাকা টাকা হ'বে না । পূজো আচ্চা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন—যা' কর্তে
হয় তা' এই বাড়ীতে বসেই করা ভাল ।

কর্তা

বাড়ীতে ? হঁঃ ; বাড়ীতে আবার হাঙ্গামা—

গৃহিণী

হাঙ্গামা কিসের ? আমি সব ঠিক ক'রে শুছিয়ে গাছিরে
দেব এখন ; তুমি হাতে মাথায় ধুনী জালাও !

কর্তা

কী বল আর কী কও ! ও সব কি পুরুষ মানুষের কর্ম ?
বিশেষ তো আমি !

গৃহিণী

বাড়ী ছেড়ে পূজো ফুজোব কথা আমি কিছুতেই শুনব না ।
ও সব হবে টবে না ।

কর্তা

বেশ গো বেশ । আমারই কি ইচ্ছে—যে বাড়ী ঘর দোর
ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, তুমিও হয়েছ তেমনি অবুঝ, কি
যে বল তার ঠিক নেই, একটা মংলব তো দিতে পারলে না ।
চুলোয় থাক ।...বাড়ীতে ? ঘরে ব'সে (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ)
এই ! হয়েছে—পাওয়া গেছে ! মনে পড়েছে,—শ্রবণ—মনন—
নিদিধ্যাসন !

গৃহিণী

নিদিধ্যাসন ? সে আবার কি ?

কর্তা

জান না ? তা' না জান্‌বারই কথা, তুমি জান্‌বে কি ক'রে ?
 একি এ কালেব কথা ? সেই—যে যুগে বোধিদ্বন্দ্ব ভারতবর্ষ
 থেকে ধর্মপ্রচাব কর্তে জাপানে আসেন এ সেই যুগের কথা ।
 বোধিদ্বন্দ্ব নিদিধ্যাসন কর্তেন । এ কি ক'বে করে তা জান ?
 ধ্যানকন্ডলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে মত্ত জপ কর্তে হয় । কর্তে কর্তে
 কর্তে যখন ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত চিন্তা মন থেকে মুছে যায়, তখনি
 মুক্তি ; সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় আর কি ! ভারি কঠিন ক্রিয়া ।

গৃহিণী

তা—ও কর্তে কতক্ষণ লাগে ?

কর্তা

তা' বলতে কি,—তা' কারো কারো দু'তিন হণ্টা লাগে,
 কারো আবার বেশীও লাগতে পারে ।

গৃহিণী

উহঁহঁ, সে হ'বে না, অত দিন কি—

কর্তা

আচ্ছা, না হয়, তুমিই ব্যবস্থা দাও—

গৃহিণী

ঘণ্টাখানেক—আমি বলি ঘণ্টাখানেক হ'লেই ঢের হ'ল,
 আচ্ছা সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত না হয় চেষ্টা কোরো—কন্ডল মুড়ি দিয়ে
 থাকতে ।

কর্তা

আরে হিঃ ! নেহাৎ ছেলে মানুষের মত কথা বলছ তুমি ।

মন স্থির কর্তেই তো সূর্যাস্ত । বরং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়
পর্যন্ত প্রকৃত নিদিধ্যাসনের সময় ।

গৃহিণী

সমস্ত দিন—সমস্ত রাত ?

কর্তা

হঁ—উ ।

গৃহিণী

উহঁ, ও আমার মনের মতন ব্যবস্থা হ'ল না ; তা'—তা'—
আচ্ছা,—তাই সই, যখন তোমার নেহাৎ ইচ্ছে হয়েছে, তাই
হোক, একদিন একরাত ।

কর্তা

সত্যি বলছ ?

গৃহিণী

সত্যি ।

কর্তা

ওঃ সে হ'লে তো ভালই, সে হ'লে তো ভালই হয় । কিন্তু
দেখ, আমি যেখানে নিদিধ্যাসনে বসব সে ঘরে জীণোকের প্রবেশ
নিষেধ । শাস্ত্রে লিখে তা হ'লে সব নষ্ট হবে । উকি বুঁকিও
দিয়ো না, যদি দাও, পাপের বুঁকি তোমার উপর । আগে
থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝলে ?

গৃহিণী

বেশ, আমি আসব না গো আসব না ; হ'ল তো ?

কর্তা

রাগ ক'রনা, ভালোয় ভালোয় আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়ে গেলে,
তখন আর আস্তে কোনো বাধা নেই।

গৃহিণী

তাই হবে। (গমনোত্তত)

কর্তা

দেখ !—

গৃহিণী

আবার কি ?

কর্তা

যা' বল্লুম, মনে থাকে যেন, এ ঘরে যেন এসে পড় না।
শাস্ত্রে বলে—‘হাউ চাউ যার রান্না ঘরে, ধ্যান কর্কে সে কেমন
করে’ ? আর যাই কর—এদিকে কিন্তু এস টেস না।

গৃহিণী

ভয় নেই গো ভয় নেই, আমি এ ঘরের ছাওয়াও মাড়াব না।

কর্তা

তবে শেষ হওয়া পর্য্যন্ত—

গৃহিণী

শেষ হ'য়ে গেলে—কিন্তু ডেকো আমার।

কর্তা

হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়।

(জীর প্রস্থান)

হা—হা—হা, মেয়েগুলো নেহাৎ খাজা, সত্যি ভাবলে নিদি-
ধ্যাসন—হা—হা—হা ! কবল মুড়ি দিয়ে নিদিধ্যাসন ? হা—
হা—হা ! ওরে ছোকরা—ওই !

ভূত্য

(নেপথ্যে) আজ্ঞে !

কর্তা

আহিস্ ওখানে ।

ভূত্য

আছি আজ্ঞে ।

(প্রবেশ)

কর্তা

এই যে হাজির 'আজ্ঞে' ।

ভূত্য

হুজুরের মেজাজটা আজ ফুরতি ফুরতি মানুম হচ্ছে—

কর্তা

আজ্ঞে ; ফুরতির কারণ আছে, আজ্ঞে ; আজ ওহানা সানের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তা তো তুই জানিস্ ; কিন্তু তোর মাঠাকরুণ বোধ হয় ব্যাপারটার আঁচ পেয়েছে । তাকে ভোলাবার এক ফিকিরও করিছি । তাকে বলিছি যে আজ সমস্ত দিন রাত কঞ্চল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করব ।

ভূত্য

জবর ফিকির—

কর্তা

আজ্ঞে ; এখন তোকে একটি কাজ করতে হ'বে । পারবি কি না, বল ।

ভূত্য

বলুন এগিয়ে—

কর্তা

বলি, শোন ; কথাটা হচ্ছে এই, যে, তোকে আমার বদলে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে হ'বে,—আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত ; বুঝিচিস্তো ? যদিও তোর মাঠাকুরুণকে এ ঘরে ঢুকতে বারণ করিছি, তবু, কি জানি ? যদিই চোকে,—সাবধানের মার নেই—কি বলিস্ ?

ভৃত্য

আজ্ঞে, তার আর কি ? কঞ্চল মুড়ি দেওয়াটা আর বেশী কথা কি ? তবে, যদি ঠাকুরুণের কাছে ধরা পড়ি, তো পরাগটা যাবে, তাই বলছিলাম কি—

কর্তা

বল্ছিলুম টল্ছিলুম নয় । এ তোকে কর্ত্তেই হবে ; প্রাণ যাবে কি ? আমি থাকতে প্রাণ যাবে কি রকম ? আমি যখন রইছি তখন তোর ভয় কি ?

ভৃত্য

তা' আপুনি যখন বল্ছ তখন ভয় নেই ।—তা'—তা'—এবারটা আমায় মাপ কর ।

কর্তা

না, না, সে হবে না ; এ তোকে কর্ত্তেই হ'বে ; আমি যখন বল্ছি তখন তোর মাথার একগাছ চুল ছোঁয় কার সাধ্য ।

ভৃত্য

মাফ করুন, কর্ত্তা মাফ করুন ।

কর্তা

আরে গেল যা' ! গিন্নির ভয়ই ভয়, কর্তাটা কেউ নয়—না ?
এত বড় স্পর্ধা তোর—তুই আমার হুকুম অমান্য করিস্।

ভৃত্য

(জিভ্ কাটিয়া) বাপ্ রে।

কর্তা

আমার উপর টেকা !

ভৃত্য

না ছজুব না, আপুনি যা বল, সব শুন্ব ।

কর্তা

সত্যি বলছিস্ তো—ঠিক ?—অ্যা ?

ভৃত্য

আজ্ঞে ।

কর্তা

হীঃ—হীঃ, আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম ; তবে থাকিস্,
বুঝ্গি !

ভৃত্য

হজুরের যে হুকুম হয় ।

কর্তা

ব'স্ এইখানে, আমি নিজেই তোর নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা ক'রে
দিচ্ছি । নড়িস্ নে ।

ভৃত্য

যে আজ্ঞে ।

কর্তা

এমনি ক'রে ব'স্—এই।

ভৃত্য

আজ্ঞে পায়ে হাত দিয়োনি।

কর্তা

দেখ্, এই কঞ্চলটা এইবার বেশ ক'রে মুড়ি দিয়ে নে। একটু
কষ্ট হ'বে—তা' আব কি করবি বল্।

ভৃত্য

যে আজ্ঞে।

কর্তা

এই—এই। কিন্তু খবরদার! তোর মাঠাকরুণ যদি কঞ্চল
খুলতে বলে—খবরদার খুলিস্ নে—বুঝিচিস্ তো?

ভৃত্য

সে আমাকে শিখতে হবে নেই। আপুনি ভয় করবেন নাই।

কর্তা

আমি শীগ্গিরই ফিরব, বেশী দেরী হবে না।

ভৃত্য

দয়া ক'রে একটুকু শীগ্গিরি এস যেন হজুর।

কর্তা

যাক্, বাঁচা গেল, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্; ওহানা হয়
তো আমার বিলম্ব দেখে এতক্ষণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

(পশ্চান)

(জানালায় গৃহিনীর প্রবেশ)

গৃহিনী

উহঁ, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, আমার অতবার ক'রে এ ঘরে আসতে মানা করলে কেন ? ধান ভঙ্গ হ'বে ?...তা একবার বারণ করলেই তো হ'ত ;...উকি খুঁকি দিয়ে দেখতেও মানা করলে,...আমার ভারি সন্দেহ হচ্ছে (দরজার কাছে আসিয়া উকি দিয়া) এ কি ? নাঃ, ভারি কষ্টের ব্রত, একেবারে আগাগোড়া মুড়ি ! আমি হ'লে হাঁকিয়ে মরতুম । (অগ্রসর হইয়া) ওগো দেখ, দেখ, তুমি আমার আসতে বারণ করেছিলে,—কিন্তু আমি থাকতে পারলুম না ; কব্বলের ভিতর কষ্ট হ'চ্ছে ? অ্যা ? কষ্ট হচ্ছে ? একবার একটু চা খেয়ে নিলে হ'ত না ?...হ্যাঁ গা ! একটু চা ? নিয়ে আসব ? (কব্বলের ভিতর হইতে অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন) বুঝিচি, বুঝিচি, তুমি রাগ ক'রেছ—রাগ কন্নবারই কথা ; তুমি অত ক'রে বারণ করলে তবু এসিচি, আমার ঘাট হয়েছে, তুমি আমার এবাবের মতন মাফ কর ; আমার কথা রাখ, ওই কব্বলটা একটু ফাঁক কবে দাও, মুখে মাথায় হাওয়া লাগুক—তোমার কষ্ট হ'চ্ছে (পুনর্বার কব্বলের ভিতর হইতে অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন) না, না । “না” বলে হ'বে না ; তোমার মুড়ি দেওয়া দেখে আমার হাঁক ধরছে ও তোমার খুলতেই হ'বে ; শুনুছ ? ওগো ! হাঁক ধরবে, খুলে ফেল ; খোলো খোলো (কব্বল ধরিয়৷ টানাটানি করিতে করিতে ভৃত্য বাহির হইয়া পড়িল) এ কি ! তুই ! তুই হতভাগা ! তোর বাবু কোথায় গেল ? বল ! বল ! বলবি নে ? বলবি নে ?

ভৃত্য

তা তো আমি বলতে পারলাম নেই।

গৃহিণী

রাগে আমার সর্বশরীর জলে যাচ্ছে,—সর্বশরীর জলে যাচ্ছে ;
নিশ্চয় সেই পোড়ারমুখীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়েছে।
(ভৃত্যের প্রতি) তুই জানিস্ নে ? আমার সঙ্গে চালাকি ?
বলবি নে ? বলবি নে ? বল শিগ্গীর, নইলে তোকে আস্ত
রাখব না, এই ব'লে দিলাম।

ভৃত্য

আজ্ঞে, আমি—আমার কি অপরাধ ? তা আপুনি যখন
স্বধুচ্ছেন—তখন আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় ক'রে কি করব ?
বাবু মশায় ওহানা ঠাকরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাই গেছেন।

গৃহিণী

কি বলি ? ওহানা ঠাকরণ ? ওহানা কুকুর—বল—ওহানা
কুকুর। দেখা করতে গেছে ?—গেছে ? অ্যা ?

ভৃত্য

আজ্ঞে।

গৃহিণী

রাগে আমার চোখ দিয়ে—জল আসছে, আমার কান্না
পাচ্ছে (ক্রন্দন)।

ভৃত্য

তা তো' হ'তেই পারে ; কান্না তো পেতেই পারে।

গৃহিণী

(চোখ মুছিয়া) থাম্ তুই, তোকেও যা কতক দিলাম, যদি

সব কথা খুলে না বল্‌তিস্। এবারের মতন মাক করলুম।
এখন ওঠ্ !

ভৃত্য

আজ্ঞে, আপুনি হলেন মুনিব আপনার কাছে তঞ্চক ?

গৃহিণী

আচ্ছা, আচ্ছা, এখন বল্—ঠিক করে বল্, এ কঞ্চলের ভিতর
তুই কেন বসেছিলি ?

ভৃত্য

আজ্ঞে বাবুর হুকুম, আমার বাবু বল্লে “তুই এমনি ক’বে আসন
পীড়ি হ’য়ে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে বসে থাক্” আমি গোড়ায় রাজী
হই নেই, শেষে বাবু ভয় দেখাতে নিম্নরাজী গোছ হ’য়ে—
থাকতে হ’ল।

গৃহিণী

তা’ তোর আর দোষ কি ? দেখ্, এখন তোকে আমার একটি
কাজ করতে হবে ; কেমন পারবি তো ?

ভৃত্য

তা আর পারব নেই ?

গৃহিণী

তবে নে, এই কঞ্চলটা নিয়ে আমার আপাদমস্তক ঢেকে দে ;
তোর বাবু যেমন ক’বে তোকে ঢেকে দিয়েছিল ঠিক তেমনি ;
বুঝ্‌লি তো ?

ভৃত্য

আজ্ঞে আপুনি মা-বাপ, তোমার কথা কি আমি ঠেলতে পারি ?

তবে, বাবু মশায় যদি জানতে পারে, তবে আমাকে টেরটা পাইয়ে দেবে।

গৃহিণী

না, না ; কিছু বলবে না ; আচ্ছা, বলে তো আমি তার দায়ী ; এখন নে।

ভৃত্য

আজ্ঞে এবারটা আমার ছাড়ান্ দিলে গরীব বেঁচে যাই।

গৃহিণী

বলছি তোর কোনো ভয় নেই তবু ভ্যান্ ভ্যান্ করবি ? বাবু যদি তোর গায়ে হাত দেয় তো আমি তাকে দেখে নেব।

ভৃত্য

আজ্ঞে, তা হ'লেই হ'ল, আপুনি যখন মধ্যাহ্ন হচ্ছ তখন আর ভয়টা কিসের ?

গৃহিণী

তা' আর বলতে, এখন নে দিকিন্।

ভৃত্য

এগিয়ে—বস আপুনি।

গৃহিণী

(তথাকরণ) বসিছি।

ভৃত্য

আপনার কষ্ট হ'বে কিন্তু—

গৃহিণী

তা হোক। কিন্তু দেখ এমন ক'রে ঢাকা দিয়ে দিবি যেন নুহতে না পারে।

ভৃত্য

ইস্! সাধি! আমি মড়া-ঢাকার মতন ক'রে ঢেকে দেব;
দেখ না, আপুনি।

গৃহিণী

হ'য়েছে; এখন যা' তুই.....জিরুগে।

ভৃত্য

যে আজে। (প্রস্থানোত্তত)

গৃহিণী

ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, সব ফাঁশ ক'রে দিস্নি যেন, বুঝিচিস্ তো?

ভৃত্য

তা' আর বলতে।

গৃহিণী

আমি শুন্ছিলুম যে তোর নাকি একখানা রেশমী চাদরের
সখ্ হ'য়েছে? সত্যি? তা' তার আর ভাবনা কি? আমি
তোকে দেব, বুঝিচিস? আমার নিজের তৈরী একটা পরস
রাখ্‌বার রেশমী গেঁজেও সেই সঙ্গে দেব এখন।

ভৃত্য

আজে আপুনি মা বাপ—

গৃহিণী

এখন যা' পালা।

ভৃত্য

যে আজে।

কর্তা

(নেপথ্যে গান)

ভোরের পাখী ডাকবে ভোরে,—
 তোমার বা' কি ? আমার বা কি ?
 চোখে দেখেই ফিরব, ওরে ।
 ভোরের আমি খোঁজ কি রাখি ?
 ঝাউয়ের বনে উঠছে হাওয়া,
 পড়ছে মনে তার সে আঁধি !
 জড়িয়ে গেছে মলিন ছায়া
 আলোর লেখা নাইক বাকী ।

(প্রবেশ করিয়া)

হনিয়ার গতিকই এই ; গোপন প্রেমের ধারাই এমনি ; কিন্তু
 তা' বলে কি ভুলতে পারা যায় ; তাকে যতই দেখছি মনটা ততই
 যেন তার উপর বসে যাচ্ছে ।

আহা, ভুলতে নারি ভুলতে নারি
 ফাণ্ডন ফুলেব ফুল্কি,
 কপালে তার নতুন বাহার
 ফুলের মতন উল্কি !

আরে ছ্যা ছ্যা, এ করছি কি ? পাগলের মতন নিজের মনেই
 বকছি যে ! বাঃ ! আর ওদিকে চাকর ছোঁড়াটা কবলের ভিতর
 হাঁপিয়ে মারা যাচ্ছে । ওরে ! ওরে ! ও ছোকরা ! আমি এসেছি !
 আমি এসেছি ! তোর ভারি কষ্ট হয়েছে...তা' কি করব বল...আঃ
 বসা যাক । (উপবেশন) ওরে ! কবলটা এইবার খুলে ফেল না,
 আর নিদিখ্যানের দরকার কি ?...লজ্জা হচ্ছে বুঝি, আমার সামনে

ধ্যান ভাঙতে লজ্জা হচ্ছে...হাঃ! হাঃ! হাঃ! ...তা' থাক্ একটু জিরিয়ে নিই ততক্ষণ। ততক্ষণ ওহানা সানের সব কথাবার্তা তোকে বলি শোন; শুনতে ইচ্ছে হয় তো বল, জ্যা? (কম্বলের ভিতর সন্মতিনুচক শিরশ্চালন) বেশ! বেশ! তবে বলি শোন। এখান থেকে বেরিয়ে তো এক রকম উদ্ধ্বাসে ছুটতে শুরু করা গেল; তা সবেও পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাবছি ওহানা সান্ আমার বিলম্ব দেখে না জানি কতই উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠেছে। চীনেদেব কবি লি-শং-ঘিনের মতন সে হয় তো বলছে—

“কথা দিয়েছিল, তবুও এল না,

তৃতীয় প্রহর কাটিল জাগ; ;

দেবদারু বনে পল্লব নড়ে

আমি ভাবি—মোর বন্ধু না কি?”

এই কথা ভাবতে ভাবতে চলছি এমন সময় শুনতে পেলুম কে গুণ গুণ স্বরে গাইছে—

বাতির আলো মলিন হ'ল

বাইরে কাঁদে হাওয়ার বীণা ;

পথ চেয়ে মন—ক্লান্ত—নয়ন,

বল্গো সে আজ আসবে কিনা !

এ ওহানার গলা না হ'য়ে যায় না; আমি আন্তে আন্তে শিকলটি নাড়লুম। অমনি ভিতর থেকে ওহানা বলে উঠল 'কে গো? কে?' তখন বৃষ্টি পড়ছে, আমি বলুম 'এই বৃষ্টিতে কে এসেছে বলে বোধ হয়?' অমনি পারের শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে রিনিঝিন্ ক'রে খিড়কীর শিকলী খুলে ওহানা সান্ একেবারে

আমার সামনে হাজির। সে আমাকে হাত ধ'রে খাতির ক'রে বাড়ীব ভিতর নিয়ে গেল; আর বাবে বারে বলতে লাগল “আমরা পাড়ারগেয়ে লোক, সহরে লোকের আদব-কায়দা জানিনে, মাপ্ করবেন।” তার পর সে তোর কথা জিগ্গেস্ করলে, বল্লে ‘তোমার সেই চাকর ছোকরাটিকে নিয়ে এলে না কেন?’ আমি তখন নিদিধ্যাসনের কথা খুলে বল্লুম,—তাকে যে বকল্মা দিয়ে এসেছি তাও বল্লুম, শুনে খুব হাসতে লাগল। তার পর আবার ওহানা তোর জন্তে হুঃখ করতে লাগল, বল্লে, “আহা! বেচারী আমাদের জন্তে কষ্টল মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ না জানি কত কষ্টই ভোগ করছে; ছোকরা তোমার ভারি বাধ্য; তার ঘাতে ভাল হয় সেদিকে কিন্তু তুমি দৃষ্টি রেখ। ওর এই সব কথাবার্তা শুনে আমি তো একেবারে মুগ্ধ হ'রে গেলুম, ভাবতে লাগলুম, ওহানা সানের হৃদয় কী মধুর! সামান্য একজন চাকরের হুঃখে সে হুঃখিত; আর আমার খ্যাকশেরালিক্রপিনী গৃহিণী?—কেবল খ্যাক্ খ্যাক্ করতেই আছেন! (কষ্টলের ভিতর বিষম চঞ্চলতা) তার পর বুঝ্‌লি, হুঃজনে মিলে দস্তুর মত জল যোগ ক'রে একটু বিশ্রাম করা গেল, কত গল্প শুজব হ'ল, কত হাসি, কত আমোদ। হঠাৎ মঠে মল্লিরে মধ্য রাত্রির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, আমিও বিদায় নেবার জন্তে প্রস্তুত হলুম। ওহানা কি আমার ছাড়তে চায়? শেষে অনেক মিনতি ক'রে বলায়, সে কবিতায় বলে উঠ্‌ল—

ভেবেছিহু হায় কত কি তোমার

বলিব আমি,

স্বপনে জানিনি এত অগ্নিতে

ফুসাবে বামী;

বিদায়ের ক্ষণ সহসা এসেছে,—

ভেসেছে আঁধি,

যত বলিবার ছিল—আধা তার

রয়েছে বাকী !

আমারও চলে আসতে মন সরছিল না ; কিন্তু মঠে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠেছে, সুতরাং আর বিলম্ব করলে সময়ে ফিরতে পারব না ভেবে, কাজে কাজেই আমার উঠতে হ'ল ; তখন ওহানা বললে “মঠ মন্দিরের নিঃসংসারী নির্দয় মোহান্তগুলো ঘণ্টা বাজিয়ে আমার হৃদয়ের সুখ-শান্তির আজ হস্তারক হ'ল।” তখন তার চোখু ছল ছল করছে। কিন্তু কি করব ? তবুও চলে আসতে হ'ল।

চ'লে এলাম শিখিল ক'রে বাহর বাঁধনখানি,

বাহুলতার কোমল বাঁধন তার ;

চ'লে এলাম, চলে এলাম কপালে কর হানি'

সজল হু'চোখ মুছে বারবার।

সজল চোখে আমার পানে রইল চেয়ে রানী,—

দেখতে আমার পেলে যতক্ষণ ;

পথের বাঁকে হারিয়ে শেষে গেল ছবিখানি,—

বাঁকা চাঁদের আলোর অনর্শন।

(নীরবে অশ্রু বিসর্জন) এমনি ক'রে নিষ্ঠুরের মতন চলে এলাম, আসতে হ'ল—(পুনর্ব্বার অশ্রু মোচন) আ-আ ! ওরে তুই এখনও কঞ্চল মুড়ি দিয়ে রইছিস্—দেখু আমি তা' ভুলে গিছলুম—কথার কথার ভুলে গিছলুম, খুলে ফেল—খুলে ফেল,—আহা তোর কষ্ট হ'চ্ছে, কঞ্চলখানা খুলে ফেল,—ও কি ? তুই বসে বসে ঘুমুচ্ছিস্ নাকি ? আচ্ছা, আমিই খুলে দিচ্ছি ;

আরে ! ছাড় কবল ! আরে—এ আবার তোর কি খেয়াল ?
খোল কবল !

(টানাটানি করিতে কবল খুলিয়া পড়িল
এবং চণ্ডীমূর্তি গৃহিণী লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

গৃহিণী

আমার খুন চেপেছে ! আমার খুন চেপেছে ! এই তোমার
নিদিধ্যাসন ! এই তোমার ধর্ম্ম কৰ্ম্ম ! আমার চোখে ধুলো
দিয়ে ওহানার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া !

কর্ত্তা

আরে না, আরে না, আমি ধ্যান করছিলুম—সত্যি বলছি—
সত্যি ।

গৃহিণী

কী ! আবার মিছে কথা ! আমাকে বোকা বানাতে চাও !
আমি কিছু জানিনে ? এই তোমার নিদিধ্যাসন ? আমায় আবার
খ্যাকশেয়ালি বলা ? আমি খ্যাক খ্যাক ক'রে কামড়াই ? আমায়
ফাঁকি দিয়ে—ওকি ? যাও কোথায়—যাও কোথায় ? (পশ্চাৎদ্বার)

কর্ত্তা

আরে না—আরে না । তোমায় আমি কিছু বলিনি, আমি
মাফ্ চাইছি, মাফ্ চাইছি ।

গৃহিণী

ফের মিছে কথা ? বলনি খ্যাকশেয়ালি ? ফের মিছে কথা ?—
চালাকী ? যাওয়া হয়েছিল কোথায়—যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?

কর্তা

তোমার কাছে আমি কি মিছে কথা কইছি? তোমার কাছে কি লুকুছি? সহরের যত মঠে মন্দিরে, পূজো—পূজো—পূজো—

গৃহিণী

হঁ, পূজো—পূজো—এই যে পূজো দেখাচ্ছি।

কর্তা

মাফ কর,—আমি মাফ চাইছি—আমি মাফ চাইছি—

গৃহিণী

(ঝাঁটা লইয়া) এই যে মাপকাঠি—মাফ চাওয়াচ্ছি—

(কর্তার পলায়ন)

পালিয়ে গেল—হাড়জালানে পালিয়ে গেল! ওগো ধর! ধর! ধর! পালাবে কি? পালাবে কোথায়? আমার রাগটা মাঠে মারা যাবে? ধর! ধর!

যবনিকা

সূচী

আয়ুতী (টিফেন ফিল্ম)	১
সবুজ সমাধি (চীনা নাটক)	২৯
দৃষ্টিহাবা (মেটাবলিক)	৬১
নিদিধ্যাসন (জাপানী নাটক)	১১৭

একই লেখকের লেখা

বেণু ও বীণা এক টাকা ।

“পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি ।” প্রবাসী ।

হোমশিখা এক টাকা ।

“উচ্চচিন্তার সহিত কল্পনার স্নন্দর সম্মিলন ।”

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ফুলের ফসল আট আনা ।

“বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একখানি উৎকৃষ্ট ‘লিরিক্’ ।” ভারতী ।

কুছ ও কেকা এক টাকা ।

“সমগ্র কাব্যখানি বাবংবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়া ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি তাঁহার সমসাময়িক কবি-সভায় শ্রেষ্ঠ আসনখানির দাবী কবির পক্ষে কায়েম হইয়া গিয়াছে ।” প্রবাসী ।

তীর্থ সলিল এক টাকা ।

“কবিত্বের ও বিজ্ঞাবজ্ঞার পূর্ণ পরিচয় ।” বঙ্গবাসী ।

তীর্থরেণু এক টাকা ।

“তোমার এই অল্পবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অল্প দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি কার্য্য ।” শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অম্লহুঃখী বারো আনা ।

অত্যাশীর্ষিত দরিদ্র জীবনের করুণকাহিনী । নরোয়ের
একখানি সুবিখ্যাত উপত্যাসের অনুবাদ ।

“বাংলা উপত্যাসের রাজ্যে লেখক একটা নূতনত্বের আভাস
দিয়াছেন ।* • পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ
করিয়াছি ।” ভারতী ।

চীনের ধূপ চার আনা ।

চীনদেশের ঋষি ও মনীষিদিগের ভাবসম্পূট

“এই গ্রন্থে এমন অনেক মহাবাণী আছে, যাহা পাঠ করিলে
অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে, জীবন যাত্রার অনেক
জটিল প্রশ্ন সমাধানের সহায়তা ঘটবে ।” ভারতী ।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার ।

(অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত)

মূল্য পাঁচসিকা ।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ) ২৥০

” ” ” (দ্বিতীয় ভাগ) ৩৥০

ত্রিকালীচরণ মিত্র প্রণীত

যুধিকা (গল্পের বহি) এক টাকা ।

অন্নমধুর (হান্ত রসায়নক নাটিকা, মিনার্ভার অভিনীত)

ছয় আনা ।

